সঙ্গীত-মঞ্জরী।

নারাজোলাধিপতির—সঙ্গীতাচার্য্য

শ্রীরামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রণীত।

মেদিনীপুর ও নারাজোলাধিপতি

শ্রীযুক্ত রাজা নরেন্দ্রলাল খাঁন মহোদয়ের

যত্ন, উৎসাহ ও আনুকূল্যে প্রচারিত।

কলিকাতা

২৫ নং রায়বাগান ষ্ট্রীট, ভারতমিহির যন্ত্রে,

সান্যাল এণ্ড কোম্পানি দ্বারা

মুদ্রিত।

১৩১৪, বৈশাখ।

মূল্য পাঁচ টাকা।
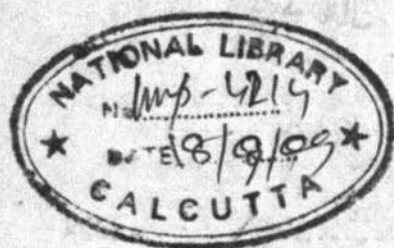
TO

Raja Narendra Lall Khan Bahadoor

OF MIDNAPUR—NARAJOLE,

WHOSE PIETY AND DEVOTION, WHOSE LOVE OF MUSIC

AND

EXQUISITE TASTE FOR FINE ARTS

AND

THOROUGH APPRECIATION OF THEM

ARE

SO WIDELY KNOWN,

THIS TREATISE ON MUSIC

IS

RESPECTFULLY DEDICATED

AS A TOKEN

OF

GRATITUDE

BY

THE AUTHOR.

রাজা নরেন্দ্রলাল খান বাহাদুর।

"ত্রিবর্গফলদাঃ সর্ব্বে দানাধীতিজপাদয়ঃ।
একং সঙ্গীতবিজ্ঞানং চতুর্ব্বর্গফলপ্রদম্ ॥"
"জপকোটিগুণং ধ্যানং ধ্যানকোটিগুণো লয়ঃ।
লয়কোটিগুণং গানং গানাৎ পরতরং নহি ॥"

"সঙ্গীতসাহিত্যরসানভিজ্ঞঃ খ্যাতঃ পশুঃ পুচ্ছবিষাণহীনঃ।
জীবত্যসৌ যত্তু তৃণং ন খাদংস্তদ্ভাগধেয়ং পরমং পশূনাম্ ॥"

"The man that hath no music in himself,
Nor is (not) moved with concord of sweet sounds,
Is fit for treasons, stratagems and spoils ;
The motions of his spirit are dull as night,
And his affections dark as Erebus :
Let no such man be trusted."

Shakespeare.

বাহার, তেওরা।

ভো নরধন সুধীন্দ্রজনগণ মৌলিমণি মনোমোহন,
কর সকল সুধীজন পালন হর সবমানব মনোদুঃখ ভার হে।
বসুধা ভরিয়া তব যশ-শশধর বিথারে জ্যোতি সুন্দর,
হে নরবর নরেন্দ্রলাল নাম সুপরচার হে।
তুমি সকল-দুঃখ-ভঞ্জন সুজন-রঞ্জন-ধন নাড়াজোল-
রাজকুল সমুজ্জ্বল রবি বিবিধ গুণাধার হে।
ধর ভূপ-প্রবর ধর সাদর তব করে সমর্পিত
সঙ্গীতস্বরক্রন্দন-সুন্দর মঞ্জু-নধর-মঞ্জরী-উপহার হে॥

শ্রীরামপ্রসন্ন দেবশর্ম্মা।

—o—

আস্থায়ী।

\+ ২ ৩ | + ২ ৩
ধ ন র্স ন র্স র্স র্ঋ র্স | র্ঋ ধ ধ ন র্ঋ র্ন র্গ |
ভো ন র ধ ন সু | ধী দ্র জ ন গ ণ

\+ ২ ৩ | + ২ ৩
ম প ধ ম ম নঋ নঋ | ম ধ ন ধ ধ ন |
মৌ লি ম ণি ম নো | মো হ ন ক র

\+ ২ ৩ | + ২
ন র্স র্স র্স র্স র্ঋ র্স | ন র্স র্স র্ঋ
স ক ল সু ধী জ ন | পা ল ন হ

৩ | + ২ ৩ | +

গা গা | গা গা মা ঋা ঋা সা সা | না সা ঋা

ম য় ম ভু ন হ য় ম

২ ৩ | + ২ ৩

সা না ধা ধা না | সা সা না না সা না ধা ||

ব্র হ্মী উ প ক্ষা য় হে।

ভ্রম সংশোধন।

পৃঃ।	পংক্তি।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
১৭	১	বৃংহতি	বৃংহিত
১৯	৬	সরিৎ	স্বরিত
২১	১৮	রাগরাগিণী	রাগরাগিণীর
„	২১	মধ্যমাশ্চার্থ	মধ্যমাশ্চাথ
২৫	২৩	ব্যঞ্জস্তর্দ্ধমাত্রিকম	ব্যঞ্জনস্বৰ্দ্ধ-মাত্রিকম
২৮	৫	অবাব্র	আবার
৩৬	২২	তানপূরা	তাম্বূরা
৫২	৭	সংঙ্গীত	সঙ্গীত
৬১	৭	॥° স	।° স
৮১ হইতে ১৩৫ পর্য্যন্ত		স্বরসাধন	ধ্রুপদ
৮৬	১	°। ম	। ম
১০৬	৪	দিনে	দিন
১১০ হইতে ১১৭ পর্য্যন্ত,		দরবারী, তোড়ী,	দরবারীতোড়ী
১২৪	৫	॥△° ধ	॥△ ধ
১৩১	৪	ন,বার	নবর
১৩২	৩	আধারঙ্গ	অদারঙ্গ
„	৬	॥° ।° স স বা ল	।° ॥° ।° স স স ২ রা ল
১৫৪	৪	×° ×৩। । ঋ ন ধ যে	×° ×৩। । ঋ ন ধ য় ত
১৮০	১	বাণী	বনি
১৮৮	১	।° স তি	। ন তি
১৮৯	৬	য়েতে	এতে
১৯২	৫	কবিয়ে	করিয়ে
১৯৮	১	ভরম	ভসম
২০০	৫	গুণগুণ	গুণীগণ
২৪৬	৩	পরায়ণ	তরায়ণ
২৬৩	৪	। ॥ । । গ ঋ ন় ঋ	॥ । ॥ । স গ ঋ ন় উ থা । ॥ ঋ স উ
২৮৫	৫	। । । ম গ গ নে	। । । ম গ ম নে
৩৩৮	২	মি	মে
„	২	খিনকট	ক্ষীণকট
৩৫৪	১	।° ।° ।△ স ঋ ন মু	।° ।° ।△ স ঋ ন মু ক্তি
৩৬২	৩	পব্রবার	পরবর
৪০৮	৩	তমো	তুম
„	৪	দিনকরস্তার	দীনকরতার
৪১১	৪	॥ স গ	। স গ

পৃষ্ঠা।	পংক্তি।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
৪১১	২	নিকিয়য়	নিকিয়র
৪১৩	২	কররো	করোর
৪১৬	১	সস	শশ
৪২১	১	রি	রি
৪৩৪	২	বথর	বগর
৪৪৮	৫	রাষত	রাজত
৪৪৯	১	জঁহুযুগ	চঁহুযুগ
৪৫১	৬	স্বরশপ্ত	স্বরসপ্ত
৪৫৪	৬	বা,	বা
৪৫৮	১	নরি	নারী
৪৭০	৪	কো	কু
৪৭৫	৪	অধ	অব
৪৭৯	৫	শরায়ণ	রসায়ণ
৪৮০	৫	ভরণ	বরণ
৫৫৪	৬	ঋ স ন স ঋ ঋ	স ন ঋ স
৫৫৭	২	পরবারদিগার	পরবরদিগার
৫৬৩	৫	যোগিয়ামেরেনন	যোগিয়া মেরেমন
৫৬৮	১	ঔরেজাতে	ঔরজাত
৫৭৬	৪	উর	ডর
৫৮৪	৩	মৃঢ়াণী	মৃড়াণী
৫৮৬	৬	নরজত	লরজত
৫৯২	২	কা	কো
৬০৭	৩	তাপ্য	তাপর
৬১৮	২	য়া	রা
৬২৮	৩	পাণি	পানি
৬২৯	৩	ন ঋ স ন রা।	ন ঋ রা স ন র।
৬৩০	৫	মেয়ে	মেরে
৬৩১	২	ওলিয়া	আউলিয়া
৬৩৪	৪	বাজোইরে	বজাইরে
৬৫৭	৩	প ড়া	ম ড়া
৬৬০	৩	ধ	ধ
৬৭৫	৩	গ ম প ধ আ	গ ম আ প ধ ন্
৬৮৮	১	মহীমা	মহিমা

—০—

রাগরাগিণীর সময়, ঠাট ও জাতি।

রাগ।	সময়।	ঠাট।	জাতি।	বর্জ্জিত।
ভৈরব	দিবা ১ম প্রহর	কোমল ঋ, ধ, দুই নি	সম্পূর্ণ	
রামকেলী	ঐ	ঐ	ঐ	
ভাটিয়ারী	ঐ	কোমল ঋ, ধ	ঐ	
যোগিয়া	ঐ	ঐ	ঐ	
বাঙ্গালী	ঐ	ঐ	ঐ	
কলিঙ্গড়া	ঐ	ঐ	ঐ	
খট	ঐ	কোমল ঋ, ধ, দুই গ, দুই নি	ঐ	
ভৈরবী	ঐ	কোমল ঋ, গ ধ, নি	ঐ	
বিভাষ	ঐ	স্বাভাবিক	খাড়ব	ম
আশাবরী	দিবা ২য় প্রহর	কোমল ঋ, গ, ধ, নি	সম্পূর্ণ	
গান্ধারী	ঐ	ঐ	ঐ	
গুর্জ্জরী	ঐ	ঐ	ঐ	
দরবারী তোড়ী	ঐ	কোমল ঋ, গ, ধ, নি, কড়িম	ঐ	
গুণকেলী	ঐ	কোমল ঋ, ধ, দুই ম	ঐ	
গৌর সারঙ্গ	ঐ	দুই ম	ঐ	
বেলাবলী	ঐ	ঐ	ঐ	
আলাহিয়া	ঐ	স্বাভাবিক	ঐ	
কোকব	ঐ	ঐ	ঐ	
দেওগিরি	ঐ	ঐ	ঐ	
সেফর্দ্দা	ঐ	দুই নি	ঐ	
সুখলবেলাওল	ঐ	ঐ	ঐ	
মধুমাধসারঙ্গ	ঐ	ঐ	ঔড়ব	গ, ধ
বৃন্দাবনীসারঙ্গ	ঐ	স্বাভাবিক	ঐ	গ, ধ
ভীমপলশ্রী	দিবা ৩য় প্রহর	কোমল গ, দুই নি	সম্পূর্ণ	

রাগ।	সময়।	ঠাট।	জাতি।	বর্জ্জিত।
রাজবিজয়	ঐ	ঐ	ঐ	
বারোয়াঁ	ঐ	দুই গ, দুই নি	ঐ	
মুলতানী	দিবা ৪র্থ প্রহর	কোমল ঋ, গ, ধ, দুই ম	ঐ	
পুরিয়া	ঐ	কোমল ঋ, কড়ি ম	খাড়ব	প
মারোয়া	ঐ	ঐ	ঐ	প
জয়ন্ত	ঐ	ঐ	ঐ	প
সাজগিরী	ঐ	কোমল ধ, কড়ি ম	খাড়ব	ঋ
কুমারী	ঐ	কোমল ঋ, কড়ি ম	ঐ	ধ
মালশ্রী	ঐ	কড়ি ম	ঔড়ব	ঋ, ধ
মালবী	ঐ	কোমল ঋ, কড়ি ম	সম্পূর্ণ	
পুরবী	ঐ	কোমল ধ, দুই ম	ঐ	
চৈতাগৌরী	ঐ	কোমল ঋ, ধ	ঐ	
শ্রীটঙ্ক	ঐ	ঐ	ঐ	
ধনশ্রী	ঐ	কোমল ঋ, ধ, কড়ি ম	ঐ	
জয়তশ্রী	ঐ	ঐ	ঐ	
পুরিয়াধানশ্রী	ঐ	ঐ	ঐ	
ত্রিবণী	ঐ	ঐ	ঐ	
বৈরটী	ঐ	ঐ	ঐ	
শ্রীরাগ	ঐ	ঐ	ঐ	
গৌরী	ঐ	কোমল ঋ, ধ, দুই ম	ঐ	
কল্যাণ	রাত্রি ১ম প্রহর	কড়ি ম	ঐ	
ইমন	ঐ	ঐ	ঐ	
ইমন কল্যাণ	ঐ	দুই ম	ঐ	
হাম্বীর	ঐ	ঐ	ঐ	
কেদারা	ঐ	ঐ	ঐ	

রাগ।	সময়।	ঠাট।	জাতি।	বৰ্জ্জিত।
শ্যাম	ঐ	ঐ	ঐ	
ছায়া	ঐ	ঐ	ঐ	
নটনারায়ণী	ঐ	স্বাভাবিক	ঐ	
নট	ঐ	ঐ	ঐ	
ছায়ানট	ঐ	ঐ	ঐ	
কামোদ	ঐ	দুই নি	ঐ	
নটমল্লার	ঐ	ঐ	ঐ	
নিশাসাগ	ঐ	ঐ	ঐ	
ভূপালী	ঐ	স্বাভাবিক	ঔড়ব	ম, নি
দরবারী কানড়া	ঐ	কোমল গ, ধ, নি	সম্পূর্ণ	
নায়কী	রাত্রি ২য় প্রহর	কোমল গ, ধ দুই নি	ঐ	
আড়ানা	ঐ	ঐ	ঐ	
সাহানা	ঐ	কোমল গ, নি	ঐ	
বাগশ্রী	ঐ	ঐ	ঐ	
সিন্ধু	ঐ	ঐ	ঐ	
সিন্ধুড়া	ঐ	কোমল গ, দুই নি	ঐ	
দেওশাগ	ঐ	ঐ	ঐ	
বাহার	ঐ	ঐ	ঐ	
মিয়ামল্লার	ঐ	ঐ	ঐ	
গৌড়	ঐ	ঐ	ঐ	
দেশ	ঐ	দুই গ, দুই নি	ঐ	
জয় জয়ন্তী	ঐ	ঐ	ঐ	
ঝাঝ	ঐ	ঐ	ঐ	
মেঘমিশ্র	ঐ	ঐ	খাড়ব	ধ
সুরট	ঐ	দুই নি	সম্পূর্ণ	

রাগ।	সময়।	ঠাট।	জাতি।	বর্জ্জিত।
গৌড়মল্লার	ঐ	ঐ	ঐ	
সুরমল্লার	ঐ	ঐ	খাড়ব	গ
গারা	ঐ	ঐ	সম্পূর্ণ	
তিলক কামোদ	ঐ	ঐ	ঐ	
পাহাড়ী	ঐ	ঐ	ঐ	
খাম্বাজ	ঐ	ঐ	ঐ	
ঝিঁঝোটী	ঐ	ঐ	ঐ	
লুম	ঐ	স্বাভাবিক	ঐ	
মল্লার	ঐ	ঐ	ঐ	
মেঘ	ঐ	ঐ	খাড়ব	ধ
বসন্ত	ঐ	কোমল ঋ, দুই ম	ঐ	প
মালকৌশ	ঐ	কোমল গ, ধ, নি	ঔড়ব	ঋ, প
পঞ্চম	ঐ	কোমল ঋ	সম্পূর্ণ	
পরজ	ঐ	কোমল ঋ, ধ, কড়ি ম	ঐ	
পিলু	ঐ	কোমল গ, ধ	ঐ	
শঙ্করা	ঐ	কড়ি ম	ঐ	
শঙ্করাভরণ	ঐ	স্বাভাবিক	ঐ	
হিণ্ডোল	রাত্রি ৩য় প্রহর	কড়ি ম	ঔড়ব	ঋ, প
বিহঙ্গড়া	ঐ	দুই নি	খাড়ব	ঋ
বেহাগ	ঐ	দুই ম	সম্পূর্ণ	
সোহিনী	রাত্রি ৪র্থ প্রহর	কোমল ঋ	খাড়ব	প
ললিত	ঐ	কোমল ঋ, ধ, দুই ম	খাড়ব	প

সূচীপত্র।

আলাপ।

খেয়াল।

প্রস্তাবনা।

সঙ্গীত অতি প্রাচীন শাস্ত্র। বেদই তাহার প্রমাণ। বেদ গান মাত্র। পুরাণেও বহুস্থলে সঙ্গীতশাস্ত্রের প্রসঙ্গ দৃষ্ট হইয়া থাকে। অতি প্রাচীনকালেই রাগরাগিণী প্রভৃতির সৃষ্টি ও সঙ্গীতের পুষ্টি হইয়াছিল। প্রাচীন সঙ্গীতের সহিত বর্ত্তমান সঙ্গীতের অনেক বিষয়ে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। কুরুক্ষেত্র সমরান্তে ভারত অবসাদ নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়ে, ভারতের সর্ব্ববিধ শক্তিই জড়তাগ্রস্ত হয়, সকল প্রকার উন্নতির স্রোতই রুদ্ধগতি প্রাপ্ত হয়, অনেকেই এইরূপ অনুমান করেন। অনুমানটি অযৌক্তিক নয়। অন্যান্য বিদ্যাচর্চ্চার ন্যায় সঙ্গীত চর্চ্চারও এই অবসাদযুগে হীনশ্রী হইয়াছিল। মুসলমান শাসনকালে সঙ্গীতচর্চ্চার পুনরভ্যুত্থান হয়। দিল্লীশ্বর আকবরের গৌরবোজ্জ্বল রাজত্ব সঙ্গীতশাস্ত্রের পুনরভ্যুদয়ে অধিকতর গৌরবান্বিত। সঙ্গীতগুরু তানসেন প্রভৃতি সঙ্গীতের পুনর্জ্জীবন প্রদান করেন। ইহাঁরাই নব্য সঙ্গীতের প্রবর্ত্তক। ইহাঁদের রচিত গীতগুলি ভাব, ভাষা এবং সুর সকল বিষয়েই উচ্চ। সেগুলি সঙ্গীত-ভাণ্ডারের উজ্জ্বল অমূল্য রত্ন। এ রত্নগুলি বিস্মৃতির কবলিত হইলে সঙ্গীতশাস্ত্র নিতান্ত দরিদ্র হইয়া পড়িবে এবং সঙ্গীত-বিদ্যামোদী জনগণ ইহাদের অমৃতরসাস্বাদনে বঞ্চিত হইবেন। সুতরাং গীতগুলি প্রযত্নে পরিরক্ষণীয়। সেই জন্য আমি বহু পরিশ্রমে এই সকল গীত স্বরলিপি সহ লিপিবদ্ধ করিয়া সাধারণে প্রচারিত করিলাম। প্রাচীন গীতগুলিকে রক্ষা করাই এই গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য হইলেও ইহাতে রচনা ও ভাব পারিপাট্যের অনুরোধে আধুনিক দুই চারিটি গীতও সন্নিবেশিত হইয়াছে। এক্ষণে গুণগ্রাহী সুধিগণ যদি

এই গ্রন্থের রসাস্বাদন করিয়া তৃপ্তিলাভ করেন, তাহা হইলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

হিন্দি গীত হিন্দিভাষায় অনভিজ্ঞ গায়কগণের মুখে অনেক স্থলে বিকৃত হইয়া পড়ে। গায়কগণ কেবল স্বরোত্থিত ধ্বনিরই অনুকরণ করিয়া যান, রচনার দিকে তত লক্ষ্য রাখেন না। যাঁহারা সঙ্গীত-বিদ্যা শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, হিন্দী শিক্ষা তাঁহাদের নিতান্ত আবশ্যক। গানগুলিকে ব্যাখ্যাসহ প্রকাশিত করিতে হইলে পুস্তক বাহুল্য হইয়া পড়ে, সুতরাং এই প্রথম উদ্যমে তদ্বিষয়ে ক্ষান্ত রহিলাম। পরিশিষ্টে দুরূহ শব্দের অর্থ সন্নিবেশিত করিলাম। এতৎ সন্নিবিষ্ট অধিকাংশ গীতই আমি মদীয় পূজ্যপাদ পিতৃদেব ৺অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট শিখিয়াছিলাম। নব্য সঙ্গীতের গৌরবের সময়ে দিল্লী যেরূপ সঙ্গীত শিক্ষার কেন্দ্রস্থল হইয়াছিল, বাঙ্গালায় বিষ্ণুপুরও সঙ্গীত চর্চ্চারজন্য সেইরূপ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। গত শতবর্ষের মধ্যেও বিষ্ণুপুরে রামশঙ্কর প্রভৃতির ন্যায় সঙ্গীতধুরন্ধর ব্যক্তিগণ বিদ্যমান ছিলেন। মদীয় পিতৃদেব, সঙ্গীতগুরু রামশঙ্করের প্রিয় শিষ্য ছিলেন। ইহঁার সহিতই বিষ্ণুপুরে সঙ্গীতের গৌরব একরূপ নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়াছে। বিষ্ণুপুরে এক্ষণে যাঁহারা সঙ্গীতশাস্ত্রে অল্পাধিক অধিকারের গৌরব করেন, তাঁহারা সকলেই প্রায় ইহঁারই শিষ্য। এই প্রাচীন গীতগুলি তিনি অতিযত্নে সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং এই সকল গানকে বিস্মৃতির গ্রাস হইতে রক্ষা করাও তাঁহার হৃদয়ের চিরন্তন অভিলাষ ছিল। আজ তাঁহার অভিলাষ-পূরণের সুযোগ হইয়াছে। এই গীতগুলির সহিত মদীয় স্বর্গীয় পিতৃদেবের নাম যদি চিরস্মরণীয় হয়, তাহা হইলে পরিশ্রমের প্রচুর পুরস্কার হইয়াছে জ্ঞান করিব।

মদীয় সঙ্গীতশিষ্য নাড়াজোলাধিপতি বিদ্যোৎসাহী, বদান্যবর, সুধীশিরোমণি, সঙ্গীতজ্ঞ, শুভকীর্ত্তি রাজা শ্রীনরেন্দ্রলাল খাঁন মহোদয়ের প্রভূত উৎসাহে এবং অর্থানুকূল্যে এই সঙ্গীতগ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত ও প্রচারিত হইল। রাজা মহোদয়ের সাহায্য ব্যতীত এই সঙ্গীতগ্রন্থ কখনও লোকলোচনবর্ত্তী হইত না এবং দরিদ্রের এই উচ্চ আশা হৃদয়ে উঠিয়া হৃদয়েই বিলীন হইত। এই গ্রন্থখানি তাঁহার দানশীলতা এবং গুণগ্রাহিতা উভয়েরই উজ্জ্বল নিদর্শন। এই গ্রন্থ প্রচারে রাজা মহোদয় রাজোচিত গুণেরই পরিচয় দিয়াছেন এবং সঙ্গীত ও সাহিত্য জগতে একটি অক্ষয় উজ্জ্বল কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপিত করিলেন। তাঁহার নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ রহিলাম।

এস্থলে আমি, সুধীবর মহারাজ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও তদনুজ সঙ্গীতমর্ম্মজ্ঞ রাজা স্যর সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয় দ্বয়কে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না, কারণ ইহাঁরাই এরূপভাবে সঙ্গীত শাস্ত্র প্রচারের প্রথম পথ প্রদর্শক। ইহাঁদের উৎসাহ এবং আনুকূল্যে সঙ্গীতশাস্ত্রবিশারদ স্বর্গীয় ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয় অনেকগুলি সঙ্গীত-গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া সঙ্গীত-শিক্ষার পথ সুগম করিয়াছেন।

অধিকন্তু স্বরলিপি প্রণয়ণ সম্বন্ধে আমার সহোদর সঙ্গীত-কলাবিৎ ধীমান্ শ্রীমান্ গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় বহু পরিশ্রমে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। আমি তাঁহাকে অন্তরের সহিত আশীর্ব্বাদ করিতেছি, যেন প্রিয়তম গোপেশ্বর স্বীয় প্রতিভাগুণে সুধীসমাজে সম্মানভাজন এবং সংসারে সুখ শান্তি সমৃদ্ধির অধিকারী হইতে পারেন।

পরিশেষে, কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, বিষ্ণুপুর

রাজবংশসম্ভূত ইন্দাস্ নিবাসী আমার প্রিয় বন্ধু বিবিধবিদ্যাবিশারদ শ্রীযুক্ত বাবু বলীন্দ্রনাথ সিংহদেব মহাশয় এই পুস্তক সংশোধন পক্ষে বিশেষ পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক আমাকে পরম উপকৃত করিয়া-ছেন। কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা, তিনি যেন সুস্থদেহে আজীবন পরহিত-ব্রতে ব্রতী থাকিয়া অক্ষয় কীর্ত্তিলাভ করিতে থাকেন।
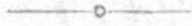
উপক্রমণিকা।

সঙ্গীত প্রকৃতির স্বভাব। প্রকৃতি সঙ্গীতময়ী। সিন্ধুর ভৈরব আরাবে, কল্লোলিনীঁর কলরবে, মেঘের গম্ভীর নিনাদে, নির্ঝরিণীর ঝর ঝর নাদে, পশুগণের চীৎকারে, বিহঙ্গকুলের কলস্বরে, মধুপ ঝঙ্কারে, পবন সঞ্চারে, শত প্রকারে সতত প্রাকৃতিক ব্যবহারে সঙ্গীতের ধ্বনি উঠিতেছে। ধ্বনি অনন্ত। ধ্বনি মনুষ্যহৃদয়ে বিবিধ ভাবের বিকাশ করে। মনুষ্যকণ্ঠেও বহুবিধ ধ্বনি উত্থিত হইতে পারে। জীব জগতে ধ্বনি, ভাব প্রকাশের দ্বার-স্বরূপ। হর্ষের ধ্বনি একরূপ, বিষাদের ধ্বনি অন্যরূপ, এইরূপ বিভিন্ন ভাবে কণ্ঠ-স্বরের পরিবর্ত্তন হয়। আনন্দের উচ্চ রোল, বিষাদের করুণ বিলাপ, ভয়ার্ত্তের কাতর প্রার্থনা, প্রেমিকের প্রণয় সম্ভাষ, ভক্তের প্রাণের উচ্ছ্বাস প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ভাব, ভিন্নরূপ ধ্বনিকে আশ্রয় করে। ধ্বনি নিহিতা ভাবোদ্ভাবিনী শক্তির স্ফূর্ত্তি সাধনাই সঙ্গীত-শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। নিসর্গ-সম্ভব কণ্ঠধ্বনি সমূহের গূঢ় রহস্য এবং গতিই সঙ্গীত শাস্ত্রের লক্ষ্য এবং আলোচ্য। অনিয়মিত রূপে স্বরের আলাপ করিলে ভাবোদ্দীপন বা চিত্তবিনোদন হয় না; বরং শ্রুতিসুখের বা ভাবাবেশের ব্যাঘাত হয়। সেই জন্য সঙ্গীতশাস্ত্র অনন্ত ধ্বনির জটিলতা ভেদ করিয়া বিভিন্ন স্বরের উৎপত্তি ও সম্বন্ধ নির্দ্ধারিত করিয়াছে; স্বররাজ্যে প্রবেশ পথ সুগম করিতে তাহার গুপ্ত দ্বার সমূহ উদ্ঘাটিত করিয়াছে; স্বরের যথাস্থান সন্নিবেশ, ভাব বিকাশ এবং চিত্ত বিনোদনের উপযোগী করিয়া ভিন্ন ভিন্ন রাগ রাগিণীর সৃষ্টি করিয়াছে। সঙ্গীত শাস্ত্র,—বিজ্ঞান শাস্ত্র; ইহা 'স্বর-বিজ্ঞান' নামে অভিহিত। জড়স্থ শক্তিকে বুদ্ধি কৌশলে

নিয়ন্ত্রিত করিয়া মানব কত প্রয়োজন অনায়াসে পূর্ণ করিতেছে। স্বরশক্তিকেও প্রয়োজনানুরূপ শাসন শৃঙ্খলে নিয়ন্ত্রিত করিয়া মানব চিত্ত বিনোদনের এক সুন্দর উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে। আর্য্য-জাতির সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা স্বররাজ্যেও সুন্দর প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। যে মহীয়সী প্রতিভা জ্ঞানরাজ্যে স্নিগ্ধোজ্জ্বল প্রভায় ক্রীড়া করিয়া জগৎকে চমৎকৃত করিয়াছে, সেই প্রতিভাই স্বররাজ্যেও অত্যাশ্চর্য্য শক্তি প্রকাশ করিয়াছে। বিবিধ বিষয়ে মানব সমাজ আর্য্যজাতির নিকট ঋণী; সঙ্গীত বিষয়েও আর্য্যজাতিই আদিগুরু।

ঐশ্বর্য্যানুভূতি আর্য্য জীবনের প্রধান উপাদান। আর্য্যজাতি সৌন্দর্য্যের উপাসক। জ্ঞানরাজ্যে এবং ঐশ্বর্য্যরাজ্যে আর্য্যজাতির সূক্ষ্মদৃষ্টি সমভাবে পুষ্টিলাভ করিয়াছে। স্বভাবে যেখানে সৌন্দর্য্যের বিকাশ, আর্য্যজাতির দৃষ্টি সেইখানেই আকৃষ্ট। আর্য্যজাতি প্রকৃতিপটে সৌন্দর্য্যের সূত্র ধরিয়া প্রকৃতির সুন্দর দেবতাকে জ্ঞাত হইয়াছিলেন এবং স্বভাবের প্রেরণায় প্রাণের আবেগ সঙ্গীতের সংযত স্বরে ব্যক্ত করিয়া প্রাণ দেবতার আরাধনা করিয়াছিলেন। আরাধনার ইহাই সরল, সহজ, স্বাভাবিক প্রশস্ত পথ। ইহাতে শ্রম আছে, কিন্তু ক্লেশ নাই; ইহাতে কঠোরতা নাই, মধুরতা আছে; ইহা এক রসানন্দে বিপ্রমাথী ইন্দ্রিয় সমূহকে মোহিত মূর্চ্ছিত ও বশীভূত করিয়া চিত্তচাপল্য নাশ করে। ইহাতে প্রীতির প্রবাহ স্বতঃই অন্তরাভিমুখে অবিচ্ছেদ গতিতে ধাবিত হয়। সেইজন্য মহাযোগী মহেশ্বর সঙ্গীতের সাধক—ত্রিলোক-পূজিত মহর্ষি নারদ ত্রিতন্ত্রী তানে কণ্ঠ মিশাইয়া হরিনাম গানে সতত বিভোর;—মহা প্রভাব সম্পন্ন আর্য্য ঋষিগণ সামগানে সর্ব্বময় দেবের উপাসনা করিতেন। তৎপ্রাপ্তির জন্যই নাদ সাধনা, তৎপ্রাপ্তির জন্যই সঙ্গীত-

শাস্ত্রের উৎপত্তি। প্রাচীন ঋষিগণের কথা ছাড়িয়া দিলেও, এ কালেও সাধক-হৃদয়ে সঙ্গীত অল্প প্রভাব বিস্তার করে নাই। জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, তুলসীদাস, সুরদাস, বৈজুনাথ, রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রভৃতি সাধকগণ প্রাণের উচ্ছ্বাস সঙ্গীতে গাঁথিয়া দেবতার উদ্দেশে উপহার দিয়াছেন। আবার যেদিন চৈতন্যদেব জ্ঞানের কঠিন শৃঙ্খল ভগ্ন করিয়া প্রেমের প্লাবনে ভারত ভাসাইয়াছিলেন, সেদিনও তিনি সঙ্গীতের প্রাণোন্মাদিনী শক্তির সহায়তা লইয়া শত সহস্র প্রাণে ধর্ম্মভাব জাগাইয়া তুলিয়াছিলেন। সঙ্গীত মুমুক্ষুর পক্ষে মুক্তির সোপান। "গানাৎ পরতরং নহি" এই মহাবাক্য সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠত্ব বিঘোষিত করিতেছে।

সঙ্গীত ধর্ম্মভাবের, এমন কি সকল ভাবের সহিতই ক্রীড়া করে। সঙ্গীত বহুতন্ত্রী হৃদয়-যন্ত্রের সকল তারকেই স্পর্শ করে এবং সকল তার হইতে সঙ্গীতের স্বর উত্থিত হয়। সঙ্গীত, ভাব-সমুদ্রের পবন হিল্লোল; ইহা কখনও বা মৃদুল নিঃশ্বাসে মানব হৃদয়ে অপূর্ব্ব লহরী-লীলা প্রকাশ করে, কখনও বা মহাবলে মানবহৃদয়ের আমূল আন্দোলিত করে। প্রেমের আবেগ, প্রণয়ের আবেশ, স্নেহের সোহাগ, সঙ্গীতেই সুন্দর ফুটে—বিরহের হা হুতাশ, শোকের মর্ম্মোচ্ছ্বাস, নিরাশার দীর্ঘ নিঃশ্বাস, সঙ্গীতেই সুন্দর পরিস্ফুট হয়। যে ভাব বাক্যে প্রকাশ পাইবার নহে—যে ভাব নয়নের জলেও ব্যক্ত হয় না, সঙ্গীতে তাহার বিকাশ হয়। সঙ্গীত কখনও কাঁদায়, কখনও হাসায়, কখনও বা অধীর করে—সঙ্গীত কখনও উত্তেজিত, কখনও স্তম্ভিত, কখনও বা অভিভূত করে। সুধাতে যে স্বাদ নাই, মধুতে যে মিষ্টতা নাই, সুরায় যে মাদকতা নাই, সঙ্গীতে তাহা আছে। সঙ্গীত গরলে অমৃত উঠায়, অনলে শীতলতা আনে,

নীরসে রস সঞ্চার করে ; সঙ্গীত কঠিন হৃদয়কে কোমল করে, উগ্র প্রকৃতিকে নম্র করে এবং তীব্র তেজকে মধুর করে। সঙ্গীত বিষাদ-তিমিরাচ্ছন্নহৃদয়ে প্রীতির জ্যোৎস্নাভাতি বিকাশ করে, শোকদগ্ধ প্রাণে সান্ত্বনার শান্তিবারি সেচন করে, অলস জড়হৃদয়ে উৎসাহের তরল তাড়িত স্রোত ঢালিয়া দেয়। যে হৃদয় শত সিন্ধুর গভীর গর্জ্জনে, শত-বজ্রের একত্র নির্ঘোষে কম্পিত হয় না, সঙ্গীতের মধুরস্বরে তাহা অভিভূত হয়। যে হৃদয় নিরন্তর কঠোর কর্ম্মে পাষাণ সম কঠিন হইয়াছে, সঙ্গীত তাহাকে বিগলিত করিয়া তদীয় বিশুষ্কপ্রায় চিত্ত-বৃত্তিগুলিকে অঙ্কুরিত করে, যে হৃদয় দগ্ধমরুভূমি সদৃশ একান্ত নীরস, সঙ্গীত তাহাতে জীবনদায়িনী স্রোতস্বিনীর সঞ্চার করে। সঙ্গীত ভাব-জগতের সঞ্জীবনী শক্তি।

সঙ্গীত অবসর বিনোদনের সুন্দর উপায়। কঠোর জীবন-সংগ্রামে পরিশ্রান্ত, অবসন্নপ্রাণে অমৃত প্রবাহ ঢালিয়া দিয়া সঙ্গীত নূতন শক্তির সঞ্চার করে। এরূপ নির্দ্দোষ প্রীতিপ্রদ আমোদ আর দ্বিতীয় নাই। ইহাতে দেহমনের অবসাদ দূরীভূত হয়, মনঃ প্রাণ প্রফুল্ল হয় এবং হৃদয়ের সুকুমার বৃত্তিগুলি বসন্তানিল-চুম্বিত-কুসুম-কোরকের ন্যায় ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠে। আমোদ ও দৈহিক সামর্থ্যের জন্য অনেক প্রকার ক্রীড়া আছে, কিন্তু আমোদ ও নৈতিক বলের জন্য কেবল সঙ্গীত। প্রায় সকল প্রকার আমোদ প্রমোদেই সঙ্গীর প্রয়োজন হইয়া থাকে ; কিন্তু সঙ্গীব্যতীত শুদ্ধ সঙ্গীতেই আমোদ উপভোগ করিতে পারা যায়। সঙ্গীত স্বতঃসিদ্ধ প্রীতির নির্য্যাস ; ইহাতে গায়ক স্বয়ং প্রীত হইবেন এবং অপর লোককেও প্রীত করিতে পারিবেন। অনেক সময়ে প্রাণের দুরন্ত পিপাসা সঙ্গীতের সুধারস ভিন্ন কিছুতেই নিবারিত হয় না। আবার অনেক

সময়ে প্রাণে এরূপ বিষাদের কালিমা পড়ে, যাহা অন্যবিধ আমোদ প্রমোদে অপনীত হইবার নহে। তখন প্রাণের সে জ্বালাময়ী কালিমা ধৌত করিতে সঙ্গীতের সুশীতল ধারাই ফলদায়িনী হয়। আবার, অনেক সময়ে প্রাণের আবেগ রুদ্ধবেগ স্রোতস্বতীর ন্যায় হৃদয়কে যখন দোলায়মান করে, তখন নিভৃতে নির্জ্জনে একাকী একমনে সঙ্গীতের সুরে প্রাণের আবেগ খুলিয়া দিয়া মানুষ তৃপ্তি অনুভব করে। এমন মানুষ নাই যে কখনও হৃদয়ের আবেগে সঙ্গীতের আলাপ না করিয়াছে। সঙ্গীতশাস্ত্রে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ নিসর্গ সুলভ সুকণ্ঠে বঞ্চিত ব্যক্তিও কখন না কখনও সঙ্গীতের মুখে মনের ভাব ব্যক্ত করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকে। কেন না সঙ্গীতই মানব প্রাণের স্বাভাবিক আবেগ।

ভাব-বিভাবনে বা চিত্ত-বিনোদনে কাব্যেরও প্রভাব প্রভূত। কাব্যও অবসর বিনোদনের পবিত্র সহচর। তাহা হইলেও কাব্য সঙ্গীতের অনেক নিম্নস্তরে অবস্থান করে। কাব্যের উৎকর্ষ সঙ্গীতে। যে সৌন্দর্য্যানুভূতি কাব্যে বিকাশ পাইয়াছে, সঙ্গীতে তাহা চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। শ্রুতি-সুখ সম্পাদনে ও ভাবোদ্দীপনে কাব্যের যে শক্তি আছে সঙ্গীতে তাহার শত সহস্র গুণ শক্তি বিরাজিত। শ্রুতি বিনোদনে বা ভাবোদ্দীপনে কবি, কবিত্বশক্তির সহায়তা গ্রহণ করেন বটে, কিন্তু তাহার শক্তি সঙ্কীর্ণ পরিধি মধ্যে আবদ্ধ থাকে। এ দিকে সঙ্গীতে এই শক্তি অবাধ ক্রীড়ার ক্ষেত্র পায়। যেখানে যতটুকু হইলে উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়, সেইখানে ততটুকু স্বাধীনতা ও সুবিধা আছে। কবি কেবলমাত্র যতিমাত্রা বিরামে ভাষার সৌষ্ঠব সাধন করেন, গায়ক যতিমাত্রাদির উপরও আরোহণ, অবরোহণ, কম্পন প্রভৃতি বিবিধ উপায়ে ভাষাকে

প্রাণস্পর্শিনী করিতে পারেন। কবির ভাষা অবশ্য ভাব বিকাশের উপযোগিনী; কখনও গাম্ভীর্য্যময়ী, কখনও উদ্দীপনাময়ী, কখনও বা আবেগময়ী, কিন্তু কবির কবিত্ব সম্পদ্ ভাষাতেই নিবদ্ধ থাকে। সুগায়কের স্বর-বিভূতি ভাষাকে অতিক্রম করিয়া ধীরে ধীরে, স্তরে স্তরে, তরঙ্গে তরঙ্গে অনন্তের পথে ধাবিত হয় এবং এই কঠোর জ্বালাময় সংসার হইতে আমাদিগকে তুলিয়া লইয়া যেন এক অদৃষ্ট, অশ্রুত, অজ্ঞাত, স্বপ্নরাজ্যে উঠাইয়া লয়। ভাব বিভাবন সম্বন্ধে স্বরের যে শক্তি আছে তাহা ভাষার অনপেক্ষ। দূরশ্রুত, অস্ফুট, করুণ, আর্ত্তস্বর হৃদয়কে বিষাদিত করে তাহা অনেকেই অনুভব করিয়াছেন। এরূপ স্থলে স্বরমাত্রই বিবিধালঙ্কারভূষিত ভাষার শক্তিধারণ করে। সঙ্গীতের পক্ষেও সেই কথা। কাব্যের প্রভাব যেখানে প্রবেশ করিতে পারেনা, সঙ্গীতের শক্তি সেখানে ইন্দ্রজালের ন্যায় কার্য্য করে। ভাব সম্বন্ধে কাব্য এবং সঙ্গীতের পরীক্ষা একই নিয়মের অধীন। ভাবদৈন্য কাব্যের এবং গীতের সমভাবেই গৌরব হ্রাস করে, কেবল পদ-লালিত্য বা স্বরমাধুর্য্য কাব্য বা সঙ্গীতের পক্ষে যথেষ্ট নহে। তবে প্রভেদ এই, অর্থহীন পদবিন্যাস শ্রুতিমধুর হইলেও তাহা অশ্রাব্য। কিন্তু সঙ্গীতের শুদ্ধ (তানে নে নে ও) চিত্ত-হরণ করে। সঙ্গীতে শুদ্ধ স্বর অবাঙ্ময় কাব্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

বর্ত্তমান শিক্ষায় সঙ্গীতের প্রয়োজনীয়তা দিন দিন অনুভূত হইতেছে। মনস্তত্ত্ববিৎ মনীষিগণ সঙ্গীতকে সাধারণ শিক্ষার অঙ্গীভূত করিতে উপদেশ দিতেছেন। পাশ্চাত্য-জগতে অনেক স্থলে সঙ্গীত সাধারণ শিক্ষার অঙ্গীভূত হইয়াছে। সঙ্গীত চর্চ্চা দিন দিন প্রসার লাভ করিতেছে। প্রচলিত সাধারণ শিক্ষাকে অনেকেই নীরস

অসম্পূর্ণ ও অনুপযোগী মনে করেন। প্রকৃত প্রস্তাবে প্রচলিত সাধারণ শিক্ষায় সাধারণ জ্ঞান সাধন পক্ষে মানব মনের যে সকল বৃত্তির সংস্রব আছে, তাহারই বিকাশ পায়; অপর সকল বৃত্তি স্ফুর্ত্তি পাইবার সুবিধা পায় না, শিক্ষা অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়; মানব মনের আংশিক বিকাশ হয় মাত্র। বিশেষতঃ ব্যক্তি ভেদে বিদ্যা বিশেষে আনুরক্তি স্বভাবতঃই জন্মিয়া থাকে। অসম্পূর্ণ শিক্ষায় শক্তির অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বুঝিতে পারা যায় না; প্রকৃতি-নিহিত শক্তির বীজ চর্চ্চার অভাবে অঙ্কুরেই শুকাইয়া যায়। যে বালক সঙ্গীত বা অন্য কোন বিদ্যায় অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইতে পারিত, তাহার মানসিক শক্তি, আধুনিক সাধারণ শিক্ষার বিষয়সমূহে তাদৃশ স্ফুর্ত্তি না পাওয়ায় সে জড়বুদ্ধি মূর্খ নামে অভিহিত হইয়া সংসারে কীটদষ্ট কুসুম-কোরকের ন্যায় শুষ্ক হইয়া যায়। এইজন্য সঙ্গীত শিক্ষার প্রসার বৃদ্ধি করিতে অনেকেই আগ্রহবান্। আমাদের দেশে বর্ত্তমান শিক্ষার মধ্যে চিত্রবিদ্যা প্রবেশ লাভ করিয়াছে। সঙ্গীত বিদ্যাও যোগ্যস্থান লাভে বঞ্চিত হইবে না, এইরূপ আশা করা যায়।

সঙ্গীতশাস্ত্র যেরূপ শ্রেষ্ঠ, ইহার সাধনাও সেইরূপ দুরূহ। কেবলমাত্র সাধনার শ্রমের জন্য ইহা তাদৃশ দুরূহ নহে। ইহার সাধনায় চিত্তশুদ্ধি এবং চরিত্রের পবিত্রতা একান্ত আবশ্যক। উচ্ছৃঙ্খল ইন্দ্রিয় সমূহকে সতত দমনে রাখিয়া এবং চঞ্চল চিত্তবৃত্তিকে স্থির করিয়া সঙ্গীত-সাধনায় প্রবৃত্ত হইতে হয়। সঙ্গীতে দৈহিক স্বাস্থ্যও একান্ত প্রয়োজন। ইহাতে শ্বাসযন্ত্রে প্রভূত শক্তির আবশ্যক। শ্বাসকে দীর্ঘস্থায়ী করিতে না পারিলে সঙ্গীতে শক্তি সঞ্চার হয় না। সুগায়ক,—সংযতেন্দ্রিয় যোগী। গানশিক্ষা এক প্রকার যোগশিক্ষা। দু দশটি অভ্যস্ত গান আবৃত্তি করিয়া মনোরঞ্জন

করিতে পারিলেই গায়ক হয় না। গায়কের চরিত্র দোষ লক্ষ্য করিয়া সঙ্গীতশাস্ত্রের পবিত্রতায় কলঙ্ক আরোপ করিলে অবিচার হয়। অবশ্য যাঁহারা প্রকৃত-প্রস্তাবে সঙ্গীত-সাধক, তাঁহাদের মধ্যেও দুই একজনের চরিত্র কখন কখন কলুষিত দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। জিতেন্দ্রিয় যোগিগণের যেরূপ পদস্খলন হইয়া থাকে, তাঁহাদের পক্ষেও সেইরূপ। তাঁহারা দুষ্কার্য্যের ফলভোগ করিয়া থাকেন। দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধির আক্রমণে জীবনের সুখ চিরতরে নষ্ট হইয়া যায় এবং স্বরশক্তিও হীন হইয়া পড়ে। ফলতঃ যাঁহারা সঙ্গীতশাস্ত্রের আলোচনায় জীবনোৎসর্গ করিতে চাহেন, তাঁহারা শুদ্ধাচার ও শুদ্ধাহার না হইলে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবেন না। সঙ্গীত শিক্ষার্থী, শরীরকে সবল, চিত্তকে প্রফুল্ল ও পবিত্র এবং আত্মাকে বিশুদ্ধ রাখিয়া সঙ্গীতচর্চ্চা করিবেন।

সঙ্গীত সাধনায় সদ্‌গুরুর সাহায্য ব্যতীত সিদ্ধিলাভ অসম্ভব। * কিন্তু আমাদের দেশে দিন দিন সদ্‌গুরুর সংখ্যা হ্রাস হইয়া আসিতেছে। আবার সঙ্গীত শিক্ষকগণের হৃদয়ে ঈর্ষ্যা, কাপট্য প্রভৃতি বিষ প্রবেশ করায় অনেকস্থলে শিক্ষার অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অনেক শিক্ষার্থীও শিক্ষকের নাম পর্য্যন্ত মুখে না আনিয়া বরং তাঁহার নিন্দাবাদ করিয়া থাকেন। কিন্তু এরূপ ভাব লঘুচেতা অল্পজ্ঞ ব্যক্তিরই হৃদয়ে স্থান পাইতে পারে।

সঙ্গীতকে অনেকে বিলাসের সামগ্রী বলিয়া মনে করেন। সঙ্গীত অনেক সময়ে বিলাসিতার অঙ্গীভূত হইয়া পড়ে স্বীকার করি, কিন্তু তাহা সঙ্গীতের ধর্ম্ম নহে। যোগী দুগ্ধ পান করেন যোগ সাধনের জন্য; ভোগী দুগ্ধপান করেন ভোগ বাসনা পরিতৃপ্তির জন্য;

* সদ্‌গুরুপাওয়েঁ ভেদ বাতাওয়েঁ জ্ঞান করে উপদেশ—ইত্যাদি তুলসীদাস।

দস্যু দুগ্ধপান করে পাশব বল বৃদ্ধির জন্য। দুগ্ধপানে শিশুদিগের জীবন রক্ষা হয়, দুগ্ধপানে বলবানের বলবৃদ্ধি হয়, দুগ্ধপানে সর্পের বিষকোষ পূর্ণ হয়; কিন্তু এজন্য দুগ্ধ দোষবাচ্য হইতে পারে না; সঙ্গীতের পক্ষেও সেই কথা। তামসী প্রকৃতি সঙ্গীতকে আপন ভাবে টানিয়া আনে এবং জঘন্য জুগুপ্সিত আমোদে সঙ্গীতের ব্যবহার করে। সকল ভাবে এবং সকল অবস্থায় সঙ্গীতের অধিকার বলিয়াই এরূপ ঘটিয়া থাকে। তুমি সংসারত্যাগী বিষয় বিরাগী যোগী, সঙ্গীত তোমার প্রাণায়াম যোগ; তুমি ভোগবিমূঢ় বিলাসবিহ্বল বিষয়ী, সঙ্গীত তোমার আনন্দের উৎস; তুমি অনলস পরিশ্রমশীল কর্ম্মবীর, সঙ্গীত তোমার অবসর বিনোদনের অমৃতরস; তুমি যুদ্ধ-বীর, সঙ্গীত তোমার রণোন্মাদের উৎসাহ তরঙ্গ। তুমি শ্রমবিমুখ সুখ-পরায়ণ ধনিসন্তান, সঙ্গীত তোমার কালহরণের পবিত্র সহচর। পণ্ডিত, মূর্খ, অশিক্ষিত, শিক্ষিত, ভদ্র, ইতর, ধনী, নির্ধন সকলের পক্ষে সঙ্গীত সুখসেব্য সুপথ্য। সেই জন্য সঙ্গীতগুরু মহাকবি তানসেন বলিয়াছেন, "নাদ ঈশ্বররূপী অমৃতরস", "বিত্‌না যাকো মিলে তিত্‌নোই পীজিয়ে," অর্থাৎ নাদ ঈশ্বররূপী অমৃতের রস; যাঁহার ভাগ্যে ইহার যতটুকু ঘটে, তিনি ততটুকুই পান করুন।

সঙ্গীত সর্ব্বজনসেবনীয় সুধাসরিৎ। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে ইহার যোগ্যতার অনুরূপ সম্মান এবং সমাদর নাই। সঙ্গীত আলোচনা-ভাবে দিন দিন ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছে; অযত্নে এবং উপেক্ষায় হীনশ্রী হইয়া পড়িতেছে। ইহা জাতীয় অধঃপতনের একটি লক্ষণ। সঙ্গীত জাতীয় জীবনে অমিত শক্তি সঞ্চার করে। সঙ্গীতে জাতীয় ভাব পরিপুষ্ট হয়। চারণগণের উদ্দীপনাময়ী গীতি একদিন রাজ-পুত হৃদয়ে অদম্য অনিবার্য্য বীর্য্যশক্তি উদ্রিক্ত করিত। এখন সে

বীর্য্যবান পুরুষও নাই, সে স্বদেশ-প্রেমিক বীরও নাই, চারণগণের সে উদ্দীপনাময়ী গীতিশক্তিও লুপ্ত প্রায়। এখন জাতীয় প্রকৃতি অবনতি প্রাপ্ত হইয়াছে। সঙ্গীত অনেক পরিমাণে শুদ্ধ বিলাসেরই সামগ্রী হইয়াছে। এখন শঙ্কর, হিণ্ডোল, দীপক, ভৈরব, নটনারায়ণ প্রভৃতির উত্তেজনাপূর্ণ ঝঙ্কার বীর রসের আবির্ভাব করে না। ঝিঝিট, খাম্বাজ, সিন্ধু, বসন্তবাহার, বেহাগ প্রভৃতির বিলাস রসময় গুঞ্জন, শ্রবণে, মনে, সুধারস ঢালিয়া দেয়। যাহা হউক জাতীয় রুচির পুনর্গঠনে হিন্দু সঙ্গীতশাস্ত্রের পুনরুজ্জীবন একান্ত প্রয়োজন। সঙ্গীতের প্রাণময়ী শক্তিকে পুনরুদ্বোধিত করিতে—জাতীয় প্রাণে পুনর্ব্বার নবশক্তি-সঞ্চার করিতে—স্বদেশ-প্রেমিক সুধীগণ অগ্রসর হউন,—সঙ্গীতের সর্ব্বতোমুখী শক্তি আবার জাগিয়া উঠুক।

—o—

সঙ্গীত-সাধনা।

স্বর ও মাত্রা সংযোগে সঙ্গীতের সৃষ্টি। * মনুষ্য-কণ্ঠোত্থিত স্বর সমূহের উচ্চতা, কোমলতা, কম্পন প্রভৃতি নিয়মিত করিবার প্রণালী ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। বাদ্য এবং নৃত্য, সঙ্গীতের সহচারিত্ব করে। সেইজন্য বাদ্য এবং নৃত্য সঙ্গীতের অঙ্গীভূত হইয়া সঙ্গীত শাস্ত্রের পূর্ণ ত্রিতয়ী মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়াছে। † সদ্গুরু সন্নিধানে শিক্ষালাভ ব্যতীত সঙ্গীত শাস্ত্রে প্রবেশের অন্য পথ নাই। তথাপি সঙ্গীত সম্বন্ধে অবশ্য জ্ঞাতব্য কতকগুলি বিষয় এস্থলে সংক্ষেপে বিবৃত হইল। যাঁহারা সঙ্গীতশাস্ত্রে গুরূপদিষ্টমার্গে কথঞ্চিৎ প্রবেশ লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা ইহার দ্বারা সঙ্গীত সাধনার মূল-তত্ত্বগুলির আভাস পাইবেন। এ গ্রন্থে নৃত্যাদির কোন বিশেষ উল্লেখ রহিলনা। সঙ্গীত সাধনা সম্বন্ধে নব্য-সঙ্গীত-নায়ক তানসেনের যে একটি গীত আছে, তাহাতেই সাধনার পথ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তানসেন গাহিয়াছেন "প্রথম খরজ, সাধ, ঔর ঋখব, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত, নিখাদ, সুর সপ্ত, তিন গ্রাম, শুদ্ধ অক্ষর প্রমাণ; য়হ সব আপন মনমে যব সমঝাবে তব গুণিজন সোঁ নাদ কা চর্চ্চা কি জিয়ে। একইশ মূরছনা, উনপঞ্চাশ কোটি তান, বাইশ সুরত তেঁ সব অঙ্গন সোঁ গাবে, ঠিক তান, শুদ্ধ তাল সাচি সুরন সোঁ উলট পলট ফের ফের যাচ সমুঝকর, ধুরপদকে ধরণ বিচার কর লি জিয়ে।"

ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত, নিখাদ এই সপ্ত

---

* "ধাতু মাত্রা সমাযুক্তং গীতমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ।
তত্র নাদাত্মকো ধাতু র্মাত্রা চাক্ষর সঙ্কয়ঃ॥"—সঙ্গীতশাস্ত্র

† "গীতং বাদ্যং তথা নৃত্যং ত্রিভিঃ সঙ্গীতমুচ্যতে।"—সঙ্গীতশাস্ত্র

স্বরই প্রথম সাধনা। এই সপ্ত স্বরে, তিন গ্রাম, শুদ্ধ অক্ষর প্রমাণ যখন হৃদয়ঙ্গম হইবে তখন গুণিজন নাদ চর্চ্চার অধিকারী হইবেন। আবার সপ্তস্বর তিনগ্রামে দ্বাবিংশতি শ্রুতি, একবিংশতি মূর্চ্ছনা, ঊনপঞ্চাশৎকোটি তান, শুদ্ধ তাল ও স্বর সহ এইসকলের সংযোগ বিয়োগে ধ্রুপদের রূপ নির্দ্ধারিত হইবে। অতএব দেখা যাইতেছে সাতটি স্বর হইতেই বিবিধ স্বরের উৎপত্তি; এবং এই বিবিধ স্বরের সংস্থানের বিভিন্নতা ফেরফার উলটপালট হইতে বিবিধ রাগ রাগিণীর সৃষ্টি হইয়াছে। তালের দ্বারা তাহাদের কাল ও ক্রিয়া নিয়মিত হয়। কাল মাত্রার অধীন। সংক্ষেপতঃ সঙ্গীতশাস্ত্রের ইহাই বস্তু নির্দ্দেশ।

সপ্তস্বর বা সপ্তসুর।

স্বর সাতটী যথা—ষড়জ, * ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত, নিষাদ। এই সপ্তবিধ স্বরের আদ্যক্ষর গ্রহণে সপ্তবিধ স্বর উচ্চারিত হইয়া থাকে * যথা—সা ঋ গ ম প ধ নি সাধারণতঃ ইহা, সারগম নামে অভিহিত হয়। কথিত আছে, এই সপ্ত স্বর সাতটী জন্তুর স্বাভাবিক ধ্বনি হইতে গৃহীত। জীবগণের কণ্ঠ হইতে যে সকল স্বর নির্গত হয়, তন্মধ্যে সাতটি প্রধান। সুলক্ষ্য, সুস্পষ্ট বিভিন্ন সাতটি স্বরকে মনুষ্য নিজকণ্ঠে আয়ত্ত করিয়া জটিল স্বররাজ্যে অধিকার লাভের প্রয়াস পায়। এরূপ ক্ষেত্রে স্বভাবের অনুকরণ কিছু অস্বাভাবিক নহে। ময়ূরের কেকা হইতে ষড়জ; বৃষভের নাদ হইতে ঋষভ; ছাগের ধ্বনি হইতে গান্ধার; বকের শব্দ হইতে মধ্যম; কোকিলের কাকলী হইতে পঞ্চম; অশ্বের হ্রেষা হইতে

* ষট্ জায়স্তে যস্মাৎ।

ধৈবত ও মাতঙ্গের বৃংহতি হইতে নিষাদ এই সপ্তস্বর। * এই সকল স্বরে একাধিক স্বরের আভাস লক্ষিত হইতে পারে; কিন্তু স্বরের উত্থান বা লয় লক্ষ্য করিলে এই সপ্তবিধ স্বাভাবিক স্বরের সম্বন্ধ কাল্পনিক বলিয়া প্রতিভাত হইবে না। কল্পনা কখনও একবারে লক্ষ্যশূন্য হয় না। কোন একটু সাদৃশ্য বা সম্বন্ধ না থাকিলে কেহই দুইটী বিভিন্ন পদার্থে সম্বন্ধের সূত্রপাত কল্পনা করিতে পারে না। গুণের তারতম্যানুসারে এক ধর্ম্মাক্রান্ত বস্তু সমূহের বিভিন্নতা হয়। ধ্বনির প্রকার বহুবিধ; কিন্তু সকলই ধ্বনি। প্রভেদ মাত্র ধ্বনির তীব্রতায় বা সান্দ্রতায় (intensity)। ময়ূর এবং কোকিলের শব্দ পরে পরে শুনিলেই বুঝিতে পারা যায়, কেকা এবং কুহুতে কি পার্থক্য। যাহাই হউক, যেমন লৌহ, স্বর্ণ প্রভৃতি সকল ধাতুই গুরু এবং ইহাদের তুলনায় অন্য পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্দ্ধারিত হয়, এবং শ্বেত, লোহিত, নীলাদি সপ্তবর্ণ হইতে নানাবিধ বর্ণের বিকাশ হয়, আর একটি বর্ণের তুলনায় অপরগুলির গাঢ়ত্বাদিও নির্ণীত হয়,—সেইরূপ এই সপ্ত স্বরকে অবলম্বন করিয়া সকল ধ্বনিরই পরিমাণ পাওয়া যায়। আবার এই সপ্তস্বরও এক ষড়জ হইতে অনুস্যূত হয়। ষড়জের সহিত অন্য স্বরের ভেদ তীব্রতায় মাত্র। কেকা স্বরকেই স্বর পরিমাণের আদর্শে (unit বা standard) সুরসপ্তকের ক্রম নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এই ক্রম একবার অধিগত হইলে গায়ক যে কোন স্বরকে আদর্শ করিয়া তদনুসারে ইচ্ছামত সুরসপ্তক প্রকাশ করিতে পারেন। এবং এই হিসাবে ধ্বনিও অনন্ত; সুরসপ্তকও অসংখ্য।

* "ময়ূর বৃষভচ্ছাগ-ক্রৌঞ্চ কোকিল বাজিনঃ।
মাতঙ্গশ্চ ক্রমেণাহঃ স্বরানেতান্ সুহূর্ম্মান্॥"—সঙ্গীত-দামোদর।

একক্ষণে দেখা যাউক এই সপ্তস্বরের ক্রম কি। অর্থাৎ সা হইতে ঋ, ঋ হইতে গা ইত্যাদি কি প্রকারে উত্থিত হয়। ইহাদের তীব্রতার (intensity)পার্থক্য কিরূপ নিয়মে শাসিত। একস্বর হইতে অন্যস্বরে অবিচ্ছেদ গতি কেবল শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য; শুনিয়া ইহা লক্ষ্য করিতে হয় এবং লক্ষ্য করিতে করিতে ইহা আয়ত্ত হয়। এক বিন্দু তৈল জলপাত্রে নিক্ষিপ্ত হইলে যেমন অতি সূক্ষ্ম গতিতে বিসর্পিত হইয়া জলের উপরিভাগে ব্যাপ্ত হয়, সেইরূপ অতি সূক্ষ্ম তরঙ্গে এক স্বর অন্য স্বরে পরিণত হয়। এইরূপ যতগুলি সূক্ষ্ম তরঙ্গ স্বরান্তরে শ্রুতি-গোচর হইতে পারে, তাহাদের প্রত্যেকটিকে '**শ্রুতি**' বলে। সপ্তক মধ্যেএইরূপ দ্বাবিংশতি শ্রুতি আছে।* সঙ্গীতশাস্ত্রে এই শ্রুতিগুলি ভিন্ন ভিন্ন নামে কথিত হইয়াছে এবং তাহাদের জাতিভেদও নির্দ্দেশিত হইয়াছে। কিন্তু এ বিষয়ে বিস্তার আলোচনা এস্থলে নিষ্প্রয়োজন। এস্থলে স্বরান্তরবর্ত্তিনী শ্রুতিগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয়ই যথেষ্ট। ষড়জ, মধ্যম ও পঞ্চমে চারিটি করিয়া, ঋষভ ও ধৈবতে তিনটি করিয়া, এবং গান্ধার ও নিষাদে দুইটি করিয়া শ্রুতি।† অর্থাৎ স্বরান্তর প্রাপ্তি-কালে যতটুকু সূক্ষ্ম স্বরভেদ কর্ণে অনুভূত হইতে পারে, তাহাতে বুঝা যায় যে, 'সা' হইতে ঋএর মধ্যে ৪টি শ্রুতি, 'ঋ' হইতে গএর মধ্যে ৩টি, 'গ' হইতে মএর মধ্যে ২টি, 'ম' হইতে পএর মধ্যে ৪টি, 'প' হইতে ধএর মধ্যে ৪টি, 'ধ' হইতে নিএর মধ্যে ৩টি, এবং 'নি' হইতে 'সা' ২টি।

---

* "চতস্রঃ পঞ্চমে ষড়জে মধ্যমে শ্রুতয়ো-মতাঃ।
ধৈবতে ঋষভে তিস্রঃ দ্বে গান্ধারে নিষাদকে॥"—সঙ্গীত-রত্নাবলী।

† সা —৪— ঋ —৩— গ —২— ম —৪— প —৪— ধ —৩— নি —২— সা

এইরূপ ২২টী * শ্রুতি-নিবদ্ধ সাতটি স্বর একত্রে সপ্তক † নামে অভিহিত হয়। স্বরের ক্রমোচ্চতা অনুসারে **সপ্তক** অনেক হইতে পারে, কিন্তু মনুষ্যকণ্ঠ-নিঃসৃত স্বরে ত্রিসপ্তকই গণনীয়। এই ত্রিসপ্তক হৃদয় কণ্ঠ ও মস্তক হইতে উৎপন্ন হয়, তদনুসারে **মন্দ্র**, **মধ্য** ও **তার** নামে অভিহিত হইয়াছে। সাধারণতঃ এই ত্রিসপ্তক উদাত্ত অনুদাত্ত ও সরিৎ বা **উদারা মুদারা** ও **তারা** নামে অভিহিত হয়। গায়কেরা মুদারা সপ্তকেই সাধারণতঃ গীত গাহিয়া থাকেন; কখনও বা মুদারা সপ্তক হইতে তারাসপ্তকে কণ্ঠস্বর আরোহণ করে, কখনও বা উদারাসপ্তকে অবরোহণ করে। ধ্বনি স্বর হইতে স্বরান্তরে উঠিলে **আরোহণ** বা **অনুলোম** নামে অভিহিত হয়; এবং স্বর হইতে স্বরান্তরে নামিলে **অবরোহণ** বা **বিলোম** নামে কথিত হয়। যথা—

মুদারাসপ্তক　　　　　　　　　তারাসপ্তক

সা ঋ গ ম প ধ নি　সা ঋ গ ম প ধ নি

ইহা অনুলোম বা আরোহণ সাধনা।

মুদারাসপ্তক　　　　　　　　　উদারাসপ্তক

নি ধ প ম গ ঋ সা　নি ধ প ম গ ঋ সা

এবং ইহা বিলোম বা অবরোহণ সাধনা।

* তীব্রা কুমুদ্বতী মন্দাছন্দবত্যস্ত ষড়জগা।
দয়াবতী রঞ্জনীতু রতিকা চর্ষভেস্থিতা॥
রৌদ্রী ক্রোধী চ গান্ধারে বজ্রিকাথ প্রসারিণী।
প্রীতিশ্চ মার্জ্জনী চৈব শ্রুতয়ো মধ্যমে স্থিতা॥
ক্ষিতিরক্তাচ সন্দীপন্যালাপিন্যপি পঞ্চমে।
মদন্তী রোহিণী রম্যেত্যাতিস্রস্তু চ ধৈবতে॥
উগ্রা চ ক্ষোভিনীতি দ্বে নিষাদে কথিতে বুধৈঃ।—সঙ্গীত-শাস্ত্রং।

† "ততঃ সপ্তস্বরাঃ শুদ্ধাঃ বিকৃতা দ্বাদশাপ্যামী।"—সঙ্গীত-দর্পণ।

এই সপ্তস্বরের কোন একটি স্বরকে অবলম্বন করিয়া অপর স্বরগুলিতে আরোহণ বা অবরোহণ সঙ্গীত শাস্ত্রে **মূর্চ্ছনা** * নামে অভিহিত হইয়াছে। এই সপ্ত স্বরের মধ্যে তিনটি স্বর প্রধান বলিয়া পরিগণিত। এই প্রধান তিন স্বর হইতে তিনটি **গ্রামের** উৎপত্তি। এই তিন গ্রাম তান এবং মূর্চ্ছনার প্রধান আশ্রয়। এই তিন গ্রামের নাম ষড়্জ, মধ্যম ও গান্ধার; অর্থাৎ 'সা'কে অবলম্বন করিয়া যে স্বরগ্রাম তাহা ষড়্জ, 'মা'কে অবলম্বন করিয়া যে স্বরগ্রাম তাহা মধ্যম এবং গান্ধারকে অবলম্বন করিয়া যে স্বরগ্রাম তাহা গান্ধার। এই তিন গ্রামে স্বরের মূর্চ্ছনা একবিংশতি সংখ্যক। অর্থাৎ সা, ঋ, গ, ম, প, ধ, নি, সা; ঋ গ, ম প ধ নি সা ঋ; গ ম প ধ নি সা ঋ গ, ইত্যাদি সপ্তবিধ মূর্চ্ছনা প্রত্যেক গ্রামে সাধিত হইতে পারে; এইরূপে ত্রিসপ্ত সংখ্যক মূর্চ্ছনা গণিত হয়। কিন্তু তিন গ্রামের মধ্যে দুই গ্রাম মানব জগতে প্রচলিত। তন ধাতুর অর্থ বিস্তার; তান শব্দে স্বরের বিস্তার বুঝায়। সুতরাং স্বর হইতে স্বরান্তরে অনুলোম বা বিলোম গতিতে মূর্চ্ছনাদির দ্বারা রাগের বিস্তার বুঝায়। তান দীর্ঘ স্থায়ী স্বরমাত্র। ইহা প্রায়শঃ ধ্রুপদে ব্যবহৃত হয় না। খেয়াল এবং টপ্পাতেই ইহার সুবিকাশ। স্বরও দ্বিবিধ,—শুদ্ধ বা প্রকৃত; কৃত্রিম বা বিকৃত। সপ্তস্বরের যে স্বাভাবিক ক্রম আছে, তাহাই প্রকৃত শুদ্ধ স্বর। কিন্তু সঙ্গীতে এই স্বাভাবিক স্বরকে কখনও বা কোমলভাবে কখনও বা তীব্রভাবে গ্রহণ করিতে হয়। স্বাভাবিক স্বরে যখন এই কোমলতা বা তীব্রতা আনিতে হয় তখন সেই স্বরকে বিকৃত বলা যায়। সাধারণতঃ সঙ্গীতের ভাষায় ইহার নাম

* "আরোহণাবরোহেণ ক্রমেণ স্বর সপ্তকম্।
মূর্চ্ছনা শব্দ বাচ্যং হি বিজ্ঞেয়ং তদ্বিচক্ষণৈঃ ॥"—মাতঙ্গ।

কড়ি, কোমল; অর্থাৎ উচ্চ সুর কড়ি এবং নিম্নসুর কোমল। এইরূপ ৭টি স্বাভাবিক শুদ্ধ প্রকৃত সুর এবং ঐ সপ্তসুর হইতে ৫টী বিকৃত হইয়া দ্বাদশটি সুর গৃহীত হইয়াছে। * যথা প্রকৃত সুর সা ঋ গ ম প ধ নি, বিকৃত সুর,—

ঋ——গ——ম——ধ——নি

সুরে অধিকতর মনোহারিত্ব আনিবার জন্য গমক, কম্পন, আশ, মীড়, গিটকারী প্রভৃতি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গমক কম্পনের সামান্য নাম। কম্পন সুর বিশেষের দ্রুতান্দোলন। আশ বর্ণান্তর্ব্বর্ত্তী স্বরের দুই বা ততোধিক সুরে অবিচ্ছেদে বিকাশ। মীড় আশেরই ঘনত্ব। শিবাস্বরে মীড়ের দৃষ্টান্ত বেশ বুঝাযায়। গিটকারী একাধিক সুরের আশসহকৃত দ্রুতোচ্চারণ।

গিটকারী দ্বিবিধ—সাদা ও সগমক। ভূষিকা, সুর বিশেষের পূর্ব্বে বা পরে অন্য সুরের স্বল্পোচ্চারণ। সাধারণতঃ সুর সম্বন্ধে যে সকল বিষয় জ্ঞাতব্য তাহা বর্ণিত হইল।

বিবিধ সুরের যথাস্থান সন্নিবেশে রাগরাগিণীর মূর্ত্তি প্রকাশিত হয়। রাগ রঞ্জ্ ধাতু হইতে উৎপন্ন। রঞ্জ্ ধাতুর অর্থ রঞ্জন বা চিত্তবিনোদন। যেরূপ ভাবে সুর বিন্যাসে চিত্তরঞ্জন সাধিত হয়, সেইরূপ সুর বিন্যাসে ভিন্ন ভিন্ন রাগরাগিণী সৃষ্টি হইয়াছে। † অর্থযুক্ত বাক্য বা ছন্দে রাগ রাগিণী নিবদ্ধ না করিয়া, তেনে তুম প্রভৃতি কতকগুলি বর্ণের দ্বারা আরোহণ, অবরোহণ, মূর্চ্ছনা, কম্পন,

* "ষড়জোঽচলঃ পঞ্চমশ্চ ঋষভশ্চলতি স্বরঃ।
গান্ধারো মধ্যমশ্চার্থ নিষাদো ধৈবতশ্চলঃ॥"—সঙ্গীত-দামোদর।

† "যস্ত শ্রবণমাত্রেণ রঞ্জন্তে সকলাঃ প্রজাঃ।
সর্ব্বেষাং রঞ্জনাদ্ধেতো স্তেন রাগ ইতি স্মৃতঃ॥"—সোমেশ্বর।

তান, লয় প্রভৃতি যোগে কেবল স্বরমুখে রাগাদির পরিচয়ের নাম আলাপ। আলাপে রাগরাগিণীর স্বরময়ী মূর্ত্তি প্রকাশিত হয়। রাগ-রাগিণীতে যে স্বরটির প্রধানতা দৃষ্ট হয় তাহার নাম বাদী—যে স্বরটি বাদীর সহচারিত্ব করে, তাহা সংবাদী এবং যে সকল স্বর এই উভয় স্বরের অনুগমন করিয়া শ্রুতি সুখ সম্পাদন করে, তাহারা অনুবাদী নামে অভিহিত হইয়াছে এবং যে স্বর রাগ বিশেষে বিন্যস্ত অপর স্বরগুলির সহিত অনৈক্য হয় তাহা বিবাদী। * রাগের আদি স্বর গ্রহস্বর, এবং অন্ত্য স্বর ন্যাসস্বর নামে অভিহিত। সঙ্গীতে ছন্দ চতুষ্পদী গৃহীত হওয়ায় রাগরাগিণীর আলাপেও সেইরূপ চারিটি অংশরূপে দেখান হয়, আস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ। †

রাগ তিন প্রকার শুদ্ধ, সালঙ্ক, ও সঙ্কীর্ণ। স্বয়ংসিদ্ধ রাগ শুদ্ধ রাগ। ‡ দুই রাগের সম্মিলন যে রাগে ঘটিয়াছে তাহা সালঙ্ক এবং দুয়ের অধিক রাগের মিশ্রণে যাহার উৎপত্তি তাহা সঙ্কীর্ণ। স্বর সংখ্যানুসারেও রাগের জাতিভেদ দৃষ্ট হয়। যে রাগে সপ্তস্বরের

---

* "স্বামিবদ্বদনাদ্বাদী স রাগ প্রতি পাদকঃ।
বাদিনা সহ সংবাদাৎ সম্বাদী মন্ত্রিতুল্যকঃ॥
মুখে তস্যানুবদনাদনুবাদীচ ভৃত্যবৎ।
তথা বিবাদাত্তেনৈব বিবাদী বৈরবদ্ভবেৎ॥"—সঙ্গীত-রত্নাবলী।

† "যত্রোপবেশ্যতেরাগঃ আস্থায়ীত্যুচ্যতে হি সঃ।
আভোগস্তন্তিমো ভাগো গীত পূর্ণত্ব সূচকঃ॥
ধ্রুবাভোগান্তরে কশ্চিদ্ধাতুরুক্তোন্তরাভিধঃ।"—সঙ্গীত-দর্পণ।

‡ "সদ্যোজাতাচ্চ শ্রীরাগো বামদেবাদ্বসন্তকঃ
অঘোরাদ্ভৈরবোভূত্তৎপুরুষাৎ পঞ্চমোভবেৎ।
ঈশানাখ্যান্মেঘরাগঃ নাট্যারম্ভে শিবাদভূৎ
গিরিজায়া মুখাল্লাস্যে নটনারায়ণো ভবেৎ।"

বিকাশ হয়, তাহার নাম সম্পূর্ণ রাগ। যাহাতে এক স্বর বর্জ্জিত অর্থাৎ ছয় স্বরের বিকাশ তাহার নাম ষাড়ব বা খাড়ব এবং যাহাতে দুই স্বর বর্জ্জিত অর্থাৎ পাঁচ স্বরের বিকাশ তাহার নাম ঔড়ব। * শাস্ত্র মতে রাগ ছয় ও রাগিণী ছত্রিশ। রাগ ও রাগিণী গণের নাম সম্বন্ধে শাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন মত দৃষ্ট হয়, এতদতিরিক্ত মিশ্র রাগরাগিণীও অনেক সৃষ্ট হইয়াছে। রাগগুলি পুরুষ; রাগিণীগুলি স্ত্রী। প্রত্যেক রাগের ছয়টি পত্নী। এইরূপে প্রত্যেক রাগের বৃহৎ পরিবার। সে সকলের সবিস্তার পরিচয় এস্থলে অসম্ভব; সকল রাগ রাগিণীও এক্ষণে প্রচলিত নাই। রাগ রাগিণীগুলির আলাপের কাল ও নিরূপিত আছে। এবং ভিন্ন ভিন্ন রাগ রাগিণী ভিন্ন ভি ভাবেরও উপযোগী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে ব্রহ্মার মতই প্রচলিত; তজ্জন্যই ব্রহ্মার মতানুবর্ত্তী রাগ ও রাগিণী নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

শ্রীরাগের ভার্য্যা—মালশ্রী, ত্রিবণী, গৌরী, কেদারী, মধুমাধবী, পাহাড়ী।

বসন্ত রাগের ভার্য্যা—দেশী, দৈবগিরি, বৈরাটী, টোরিকা, ললিতা, হিণ্ডোল।

পঞ্চম রাগের ভার্য্যা—বিভাস, ভুপালী, কর্ণাটী, পঠহংসিকা, মালবী, পঠমঞ্জরী।

ভৈরব রাগের ভার্য্যা—ভৈরবী, বাঙ্গালী, সৈন্ধবী, রামকেলী, গুর্জ্জরী, গুণকেরী।

মেঘ রাগের ভার্য্যা—মল্লারী, সৈরিটী, সায়েরী, কৌশিকী, গান্ধারী, হরশৃঙ্গার।

* "ঔড়বঃ পঞ্চভিশ্চৈব ষাড়বঃ ষট্ স্বরো ভবেৎ।
সম্পূর্ণঃ সপ্তভিশ্চৈব বিজ্ঞেয়ো গীতযোক্তৃভিঃ॥"—নারদ (সঙ্গীত-রত্নাকর)।

নটনারায়ণ রাগের ভার্য্যা—কামোদী, কল্যাণী, আভিরী, নাটিকা, সারঙ্গী, হাম্বিরী।

আলাপে রাগাদির স্বরময়ী মূর্ত্তি এবং গানে তাহাদের বাঙ্ময়ী মূর্ত্তির প্রকাশ হয়। গানও নানা প্রকার যথা;—ধ্রুবপদ বা ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা। ললিত পদ বিন্যাসে ধ্রুপদ অর্থাৎ ভজন।

ভাব প্রগাঢ়তা ও রচনা-গাম্ভীর্য্য ধ্রুপদের লক্ষণ—ইহা ওজঃ প্রসাদ ও মাধুর্য্য গুণ বিশিষ্ট। এবং ইহাতে চারিটী বাণী প্রচলিত যথা, গওরহার, নওরহার, ডাগর এবং খাণ্ডার বাণী। গোয়ালিয়র হইতে গওরহার, লাহোর হইতে নওরহার, দিল্লী হইতে ডাগর ও কান্দাহার হইতে খাণ্ডার বাণীর উদ্ভব, এইরূপ কথিত আছে। খেয়াল—অল্পাক্ষর ললিত পদ বিশিষ্ট কবিতা বিশেষ। ইহাতে আদি করুণ প্রভৃতি রস ভাল খুলে এবং স্বরের ক্রীড়া অধিক প্রকাশ পায়।

টপ্পা। ইহাও ললিত পদ বহুল এবং লঘুভাবের উপযোগী।

প্রাচীন হিন্দু সঙ্গীত শাস্ত্রে সপ্তস্বরের আবার পৃথক্ পৃথক্ জন্ম স্থান, জাতি, বর্ণ, ইষ্টদেবতা, স্ত্রী ও পুত্র নির্দ্দিষ্ট আছে।* এবং ঐ

---

* "জম্বু-শাক-কুশ-ক্রৌঞ্চ-শাল্মলী-শ্বেতনামসু।
দ্বীপেষু পুষ্করে চৈতে জাতাঃ ষড়জাদয়ঃ ক্রমাৎ॥"—সঙ্গীত-রত্নাকর।
পঞ্চমো মধ্যমঃ ষড়্‌জ ইত্যেতে ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাঃ।
ঋষভো ধৈবতশ্চাপি ইত্যেতৌ ক্ষত্রিয়াবুভৌ॥
গান্ধারশ্চ নিষাদশ্চ বৈশ্যাবর্দ্ধেন বৈ স্মৃতৌ।
শূদ্রত্বং বিদ্ধি চার্দ্ধেন পতিতত্বান্নসংশয়ঃ॥"—নারদ-সংহিতা।
"কৃষ্ণবর্ণো ভবেৎ ষড়জ ঋষভঃ সুকপিঞ্জরঃ।
কনকাভস্তু গান্ধারো মধ্যঃ কুন্দ-সমপ্রভঃ॥
পঞ্চমস্তু ভবেৎ পীতো ধূসরং ধৈবতং বিদুঃ
নিষাদঃ শুক্লবর্ণঃ স্যাৎ ইত্যতঃ স্বরবর্ণতা॥

সপ্তস্বরের রসের সহিত সম্বন্ধও স্থিরীকৃত রহিয়াছে। * এ সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন নাই; এজন্য শাস্ত্রীয় প্রমাণ গুলি মাত্র প্রদত্ত হইল—

অনেক ক্ষেত্রেই গীতের সহিত বাদ্যের সংযোগ থাকে। বাদ্য সঙ্গীতের মাত্রার অনুগামী হয়। গীতের ছন্দ ও বাদ্যের ছন্দ, গীতের ঝোঁক ও বাদ্যের ঝোঁক, একরূপ। বাদ্য সম্বন্ধে মাত্রা ছন্দ লয় ও তালই প্রধান আলোচ্য বিষয়।

মাত্রা। †

একটি স্বর উচ্চারণ করিতে যত সময় লাগে তাহাকে মাত্রা বলে। মাত্রা ত্রিবিধ যথা হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত। একটি হ্রস্ব স্বরের উচ্চারণকাল হ্রস্বমাত্রা, দুইটি হ্রস্ব স্বরের উচ্চারণকাল দীর্ঘমাত্রা; তিনটি বা ততোধিক হ্রস্ব স্বরের উচ্চারণকাল প্লুত মাত্রা। ‡ হসন্ত বর্ণোচ্চারণের নাম ব্যঞ্জন ইহা অর্দ্ধ মাত্রা। অর্থাৎ একটি মাত্রাকে আদর্শ করিয়া তদনুসারে মাত্রার ক্রম নির্দ্ধারিত হইবে। কোন কোন মতে একটি বর্ণের বা পাঁচটি বর্ণের দ্রুতোচ্চারণে যে সময় লাগে তাহার নাম মাত্রা। ইহাকেই আদর্শ ধরিলে তদনুসারে অন্যান্য মাত্রা নিয়মিত করিলে ফল একই হইবে। যাহাকে ছয় মাত্রায় প্রকাশ করা যায় তাহাকে বার মাত্রাতেও উচ্চারণ করা যাইতে পারে। মাত্রা, বাদ্য এবং গীত উভয়েতেই দৃষ্ট হইবে

* "স—রী বীরেঽদ্ভুতে রৌদ্রে ধো বীভৎসে ভয়ানকে।
কার্য্যৌ গ—নী তু করুণে হাস্য শৃঙ্গারয়োর্মপৌ ॥"

† মাত্রা তু যাবতাপাণিঃ পর্য্যেতি জানুমণ্ডলে।—শ্রুতিবোধ।

‡ চাষস্তেকান্ বদেন্মাত্রা দ্বিমাত্রো বায়সো বদেৎ।
ত্রিমাত্রন্তু শিখী ব্রূয়াৎ ব্যঞ্জনস্ত্বর্দ্ধমাত্রকম্ ॥

ইহাই বাদ্য এবং গীতের কাল ও ছন্দ নিরূপিত করে। মাত্রার উচ্চারণবিধি এবং বিরাম ছন্দের জনক। এইরূপে বাদ্যে যেরূপ ছন্দ ধ্বনিত হয় গীতেও সেইরূপ ছন্দ নিবদ্ধ থাকে। কারণ বাদ্যের ছন্দ, গীতের অনুকরণেই গ্রথিত।

লয় অর্থে সাম্য অর্থাৎ সমান হওয়া বা মিশিয়া যাওয়া। সুতরাং সুরকে মাত্রা ছন্দ ও তালের সহিত একীকরণ বা নিবৃত্তিই লয় শব্দের বাচ্য। সুরের উত্থান, আকাঙ্ক্ষা ও নিবৃত্তি আছে। আলাপের সময় ইহা মাত্রা মাত্রেই লক্ষিত হয়, এবং গীতের সময় ইহা ছন্দাকারে লক্ষিত হয়। লয় ত্রিবিধ,—বিলম্বিত, দ্রুত ও মধ্য।* যাহাতে সুরের মিলন অল্পস্থায়ী তাহা দ্রুত লয়; যাহাতে দীর্ঘস্থায়ী তাহা বিলম্বিত; এবং যাহাতে এই স্থায়িত্ব দীর্ঘও নহে অল্পও নহে, তাহা মধ্য লয়। † গানের সুর মাত্রাকে অতিক্রম করিয়া বিস্তারিত করিলে অথবা বাদ্যের বিসম্বাদী হইলে লয় ভঙ্গ হয়। গানের সুরে এবং বাদ্যের ধ্বনিতে ওতপ্রোতভাবে মিলনে সর্ব্বদাই লয় লক্ষ্য হয়। বিশেষতঃ প্রত্যেক সমে ইহা শুদ্ধভাবে ফুটিয়া উঠে এবং এইরূপ গতিতে মোক্ষ "সমে" অর্থাৎ শেষ "সমে" মোক্ষ অর্থাৎ শেষ "লয়" স্পষ্টভাবে অনুভূত হয়। শেষ সমেই সুরের পূর্ণ নিবৃত্তি।

সুরের কাল পরিমাণ ঠিক রাখিতে এবং ছন্দ সুস্পষ্ট করিতে তালের উৎপত্তি। তাণ্ডব এবং লাস্য এই দুই শব্দের আদ্য অক্ষর

* "দ্রুতো মধ্যো বিলম্বশ্চ দ্রুতঃ শীঘ্রতমোমতঃ।
দ্বিগুণৌ দ্বিগুণৌ জ্ঞেয়ৌ তস্মান্মধ্য বিলম্বিতৌ॥"—সঙ্গীত দর্পণ।

† "তালঃ কাল ক্রিয়ামানং লয়ঃ সাম্যমথাস্ত্রিয়াং।
বিলম্বিতং দ্রুতং মধ্যং তত্ত্বমোঘং ঘনং ক্রমাৎ॥"—অমরকোষ।

গ্রহণে "তাল" শব্দ গঠিত হইয়াছে। * এইরূপ তালের উৎপত্তিমূলে নৃত্যের সহিত সংশ্রবই অনুসূচিত করে। যাহাই হউক কাল এবং ছন্দ তাল দ্বারা নিয়মিত হয়। গানে সুরের ছন্দ ভঙ্গ বা সময় ভঙ্গ হইলেই তাল-ভঙ্গ এবং লয়-ভঙ্গ হইবে। এইজন্য গানে এবং বাদ্যে সর্ব্বদা সঙ্গতি আবশ্যক। ইহা সাধারণতঃ "সঙ্গত" নামে কথিত হয়। "সম" অর্থাৎ বাদ্যের প্রারম্ভ ও গীতবাদ্যের বিশ্রাম স্থল। তাল চতুর্ভাগে বিভক্ত ;—সম, বিষম, অতীত, অনাগত বা অনাঘাত। মতভেদে তাল ত্রিবিধ ;—সম, অতীত ও অনাগত। ইহার মধ্যে 'সম' সম্বন্ধে শুদ্ধ জ্ঞান হইলেই যথেষ্ট। † প্রত্যেক তালে হাতের তালি বা অঙ্গুলির টক্কর দ্বারা তালের ভাগ সূচিত হয় এবং তালি বা টক্করশূন্য ভাগও প্রদর্শিত হয়। যথা, চৌতাল বার মাত্রার তাল। ইহাতে চারিটি তাল এবং দুইটি ফাঁক অর্থাৎ ইহার চারিভাগে হাতের তালি বা অঙ্গুলির টক্কর দেওয়া হয় এবং দুইভাগে দেওয়া হয় না, এইরূপ কাওয়ালী চারি ভাগে বিভক্ত। ইহার তিন ভাগে তালি বা টক্কর থাকে এবং একভাগ শূন্য। যাহা হউক ইহা সাধারণ হিসাব, ইহা প্রায় সকলেই অবগত আছেন।

সুরের মাত্রা এবং ছন্দ, তালের মাত্রা এবং ছন্দের নিয়ামক ; অর্থাৎ সুরের মাত্রা এবং ছন্দকে লক্ষ্য করিয়া তালের মাত্রা এবং ছন্দ গ্রথিত হইয়াছে। এইরূপ একটি তালের মাত্রা এবং ছন্দকে সমভাবে বিভক্ত করিয়া তালি এবং ফাঁক প্রদর্শিত হয়, তাহাতে

---

* "তাণ্ডবস্যাদ্যবর্ণেন লকারো লাস্য শব্দভাক্।
যদা সঙ্গচ্ছতে লোকে তদা তালঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥"—সঙ্গীতার্ণব।

† "গীতোচ্চারণ কালেতু যদা তালস্য সঙ্গতিঃ।
তদা সম ইতি প্রোক্তঃ সমকাল সমুদ্ভবাৎ॥

কখনও বা তালি এবং ফাঁকের মাত্রা সমান থাকে, কখনও বা অসমান থাকে। এই হিসাবে তাল দুই প্রকার, যথা ;—সমপদী এবং বিষমপদী। তালের অংশগুলি সমমাত্রিক হইলে তাহা সমপদী এবং বিষমমাত্রিক হইলে তাহা বিষমপদী। সমমাত্রিক তাল অবার দুই প্রকার যথা,—চতুর্ম্মাত্রা ও ত্রিমাত্রা। এস্থলে প্রচলিত তাল সমূহের ঠেকা, পদ, মাত্রা প্রভৃতি সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইল।

চৌতাল—(সমপদী ত্রিমাত্রিক।)

চৌতাল বার মাত্রার তাল। তন্মধ্যে চারিটী আঘাত ও দুইটী শূন্য থাকে। ঠেকা যথা :—

+ ০ ২ ০ ৩

ধা ধা দিন্ তা ক ত্তাগে দিন্ তা তেটে কতা

৪

গেদা ঘেনে।

ধামার।

ধামার চৌদ্দ মাত্রার তাল তন্মধ্যে তিনটী আঘাত ও দুইটী শূন্য থাকে। ঠেকা যথা :—

+ ০ ২ ০ ৩

ক ধে টে ধে টে ধা গ দি নে দি নে তা।

আড়া চৌতাল।

আড়া চৌতালে চৌদ্দমাত্রার তাল। তন্মধ্যে চারিটী আঘাত এবং তিনটী শূন্য। ঠেকা যথা :— *

\+ ২ ০ ৩ ০

ধা গে ধা গে দিন্ তা কৎ তাগে দিন্ তা

৪ ০

তেটে কতা গদি ঘেনে।

তেওরা।

তেওরা সাত মাত্রার তাল, ইহাতে তিনটী আঘাত। ঠেকা যথাঃ—

\+ ২ ৩

ধা ঘেনে নাগ গ দ্দি ঘেনে নাগ্।

রূপক।

রূপক সাত মাত্রার তাল। কলাবিৎগণ ইহার সমের উপর আঘাত না দিয়া তথায় ফাঁক দিয়া সম্ নির্ব্বাহ করেন, তজ্জন্য সমের জায়গায় ফাঁক দিয়া লিখিত হইল, গানেতেও ঐ প্রকার লেখা আছে। ওই ফাঁককেই সম্ বুঝিতে হইবে। ঠেকা যথাঃ—

০ ২ ৩

তাগ দিৎ তা তাগ তেটে গদি ঘেনে।

ঝাঁপতাল—(বিষমপদী।)

ঝাঁপতাল দশ মাত্রার তাল, তন্মধ্যে তিনটী আঘাত এবং একটী শূন্য। ঠেকা যথাঃ—

\+ ৩ ০ ১

ধা গে ধা গে দিন্ তা কৈ ধা গে দিন্।

সুর ফাঁকতাল।

সুর ফাক্ দশ মাত্রার তাল, তন্মধ্যে তিনটী আঘাত এবং দুইটী শূন্য। ঠেকা যথাঃ—

\+ ০ ২ ৩ ০
ধা ঘেনে নাগ দি ঘেনে নাগ গ দ্দি ঘেনে নাগ।

ঢিমাতেতালা—(সমপদী চতুর্ম্মাত্রিক।)

ঢিমাতেতালা ষোল মাত্রার তাল, তন্মধ্যে তিনটী আঘাত এবং একটী শূন্য। ঠেকা যথা ঃ—

\+ ৩ ০
ধা গে দিন্ তা তেটে দিং তা ধা দিন্ তা

১
কতা তেটে কতা গদি ঘেনে।

পটতাল।

পটতাল আট মাত্রার তাল, তন্মধ্যে একটী অঘাত ও একটী শূন্য। ঠেকা যথাঃ—

\+ ০
ধা গে ধা গে দিন্‌তা কতা।

পঞ্চম সওয়ারী।

পঞ্চম সওয়ারী ত্রিশমাত্রার তাল, ইহাতে পাঁচটী আঘাত ও তিনটী শূন্য। ঠেকা যথা ঃ—

তাগ দিৎ তাগ দিৎ ধা কেটে তাগ থু ন্না কেটে তাগ তেরে

কেটে তাগ দিৎ তা কেটে দিন্ তা তাগ তেটে তেটে তাগ

নে ধা কেটে তাগ।

ব্রহ্মতাল।

ব্রহ্মতাল আটাশ মাত্রার তাল ইহাতে দশটী আঘাত এবং চারিটী শূন্য। ঠেকা যথা :—

ধাদিৎ থুন্না ধাগে তেটে তাগ্ থুন্না ধা কেটে তা ধা

কেটে তা থুন্না ধাগে দিন্ তা কেটে তাগ্ তাগ্ তেটে দিন্।

একতালা

একতালা বার মাত্রার তাল চারি মাত্রা করিয়া তিনটী সমান পদে বিভক্ত। ইহার ফাঁক নাই, তজ্জন্যই ইহার নাম একতালা, কিন্তু তিন মাত্রা করিয়া চারিটী পদে বিভক্ত করিলে লয় আরও সহজ হয়, তজ্জন্য তিনটী আঘাত এবং একটী শূন্য দিয়া লিখা হইল। ঠেকা যথা :—

ধিন্ ধিন্ না না ধিন্ না ক ত্তে ধা তেরে কেটে ধিন্ না।

খেম্‌টা।

খেম্‌টা বার মাত্রার তাল ইহাতে তিনটী আঘাত ও একটী শূন্য। ঠেকা যথা ঃ—

+ ৩ ০ ১
ধা কেটে না ধি না তেটে ধিনা ধিনা।

কাশ্মীরী খেম্‌টা।

+ ০
ধিগ না ধা তি না

দাদ্‌রা।

দাদ্‌রা ছয় মাত্রার তাল ইহাতে একটী আঘাত ও একটী শূন্য। ঠেকা যথা ঃ—

+ ০
ধা ধি না না ধি না।

আড় খেম্‌টা।

আড় খেম্‌টা বার মাত্রার তাল ইহাতে তিনটী আঘাত এবং একটী শূন্য। ঠেকা যথা ঃ—

১ + ৩ ০
তেটে তিন্ তা তা ধিন্ ধা তেটে ধিন্ তা তা ধিন্ তা।

ঢিমাতেতালা।

ঢিমাতেতালা ষোলটী দীর্ঘ মাত্রার তাল ইহাতে তিনটী আঘাত এবং একটী শূন্য। ঠেকা যথা ঃ—

ধা ধিন্ ধিন্ ধা ধিং তাগে তেরেকেটে ধি না তিন্ তিন্ তা
কৎ ধাগে তেরেকেটে ধি।

কাওয়ালী।

কাওয়ালী আটটী দীর্ঘ কিম্বা ষোলটী হ্রস্ব মাত্রার তাল, ইহাতে তিনটী আঘাত এবং একটী শূন্য। ঠেকা যথা :—

ধা ধি ধি না না ধি ধি না না তি তি না না ধি ধি না।

ঠুংরি।

ঠুংরি আট মাত্রার তাল, ইহাতে একটী আঘাত ও একটী শূন্য। ঠেকা যথা :—

ধা ধা কেটে তাগ্ না ধি ধা তেরেকেটে।

ছেপ্‌কা।

ছেপ্‌কা আট মাত্রার তাল। ঠেকা যথা :—

ধিক্ নাতে কেটে তাগ্ তিক্ নাতে কেটে তাগ্।

কাহার্‌বা।

কাহার্‌বা আট মাত্রার তাল। ঠেকা যথা :—

ধাগ্ তেটে নাক্ ধিন্ তাগ্ তেটে নাক্ ধিন্।

মধ্যমান।

মধ্যমান ষোলটী দীর্ঘ মাত্রার তাল। ঠেকা যথা :—
সহজ করিবার জন্য বত্রিশটী হ্রস্ব মাত্রায় লিখিত হইল।

ধা ঘি ধা ঘি ধা ঘি ধা ঘি, ধা ঘি ধা ঘি তা কি তা কি।

আড়াঠেকা।

আড়াঠেকা আটটী দীর্ঘ কিম্বা ষোলটী হ্রস্ব মাত্রার তাল। ঠেকা যথা :—

তা ঘি ঘি ধ ঘি ধা ঘি ঘি তা কি।

তেওট্।

তেওট চৌদ্দ মাত্রার তাল। ঠেকা যথা :—

ধি ধা ধা ধি ধি ধা তিতা তি তা তা ধি ধি ধা তিতা

যৎ।

যৎ চৌদ্দ মাত্রার তাল। ঠেকা যথা :—

ধা ধিন্ ধা গে তিন্ না তিন্ ধা গে ধিন্।

তাম্বুরা-মিলন।

যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত স্বর সাধনা হইতে পারে না, তৎপক্ষে তাম্বুরা অতি প্রয়োজনীয়। হার্ম্মোনিয়মের সাহায্যে স্বরসাধন করিলে, উচ্চাঙ্গ হিন্দু-সঙ্গীতের উপযোগী কণ্ঠস্বর হইতে পারে না। কেননা হার্ম্মোনিয়ম শ্রুতি বিহীন যন্ত্র, মিড় যুক্ত সঙ্গীত বাজাইবার উপায় নাই। বিশেষতঃ হিন্দু সঙ্গীতে অধিকাংশই মিড় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আধুনিক কতকগুলি গায়কদের মধ্যে হার্ম্মোনিয়মের আদর অধিক দেখিতে পাওয়া যায়, কেননা তাঁহারা গীত গাইবার সময় অন্য ব্যক্তি দ্বারা হার্ম্মোনিয়ম সঙ্গত (ক্রশ) করাইয়া গীতের সাহায্য লইয়া থাকেন। এই প্রথাটি যেন গোলে হরিবোল দেওয়ার ন্যায়, ইহা শ্রুতি মধুর না হইয়া বরং বিপরীত হইয়া থাকে। অনেক সময় দেখা যায় যে হার্ম্মোনিয়মের ঋষবকে অর্থাৎ D সুরকে ষড়জ আশ্রয় করিয়া গীত গাওয়া হয় এবং তৎসঙ্গে সঙ্গত (ক্রশ) করাও হয়। হার্ম্মোনিয়মের স্বর অতি জমকাল বলিয়া কেহই তত লক্ষ্য করেন না ; নচেৎ ইহাতে শ্রুতির দোষ ঘটে। কারণ ষড়জ হইতে ঋষবের অন্তর চারিটী শ্রুতি, আর ঋষব হইতে গান্ধারের অন্তর তিনটী শ্রুতি, সুতরাং ঋষবকে ষড়জ আশ্রয় করিলে, গান্ধার ঠিক ঋষব হইবে না; ধৈবতেও ঐ প্রকার। সেতার, এস্‌রাজ প্রভৃতি যন্ত্রে স্বর-সাধনা করা যাইতে পারে, কেননা ঐ সমস্ত যন্ত্রের পরদা ইচ্ছামত সরাইতে পারা যায়। আধুনিক কেহ কেহ তাম্বুরাকে উপেক্ষা করিয়া, হার্ম্মোনিয়মকে সুমিষ্ট স্বর লাভ করিবার উপযুক্ত আদর্শ বলিয়া উল্লেখ করেন। কিন্তু তাহা নিতান্ত অযৌক্তিক। কারণ, স্বরের মিষ্টতা ঈশ্বর-দত্ত স্বাভাবিক শক্তি ; সাধনা বা চেষ্টা

দ্বারা উহার কর্কশতা পরিবর্ত্তন করিয়া মধুরতা লাভ হয় না। মনে কর, কোন ব্যক্তির স্বর অতি মিষ্ট এবং গিট্‌কারি যুক্ত, আর কোন ব্যক্তির স্বর মোটার উপর কর্কশ এবং গিট্‌কারি বিহীন। যদি ঐ গিট্‌কারি বিহীন ব্যক্তি ঐ গিট্‌কারিযুক্ত ব্যক্তির সহিত স্বর সাধনা করে, তাহা হইলেই কি তাহার স্বর সুমিষ্ট গিট্‌কারিযুক্ত হইবে? কোকিলের স্বরের অনুকরণ কাকের পক্ষে যেমন অসম্ভব, কর্কশস্বরও মিষ্ট হওয়া সম্বন্ধে তদ্রূপ। তবে পরিমার্জ্জনাতে অপেক্ষাকৃত ভাল হইতে পারে। বিশেষতঃ মনুষ্য-কণ্ঠের স্বর কর্কশ হইলেও, সুরে বসাইতে পারিলেই গীত গাহিবার উপযুক্ত হয়। স্বর-সাধন পক্ষে তাম্বুরাই বিশেষ উপযোগী। তাম্বুরায় চারিটী তার থাকে, কণ্ঠস্বরের ওজনবিশেষে * মধ্যের দুইটী তারকে মুদারা গ্রামের ষড়জ করিয়া বাঁধিতে হয় ও বামদিকের তারটী ঐ জুড়ির উদারার পঞ্চম এবং দক্ষিণের তারটী ঐ জুড়ির উদারার ষড়জ করিতে হয়। উদারার ষড়জ বাঁধিবার রীতি এই যে, ঐ তারটীতে গান্ধারের ধ্বনি উৎপন্ন হইয়া ষড়জে আসিয়া লীন হয়। ঐ রূপে অগ্রে তাম্বুরাটী বান্ধিয়া, জুড়ির স্বরের সহিত কণ্ঠস্বর ঐক্য করিবে, এবং তাহাকে মুদারা গ্রামের ষড়জ স্থির করিয়া, ক্রমান্বয়ে এক এক স্বর চড়াইয়া, অপর ছয়টী স্বর নির্গত করিবে। এইরূপে মুদারা, উদারা এবং তারাসপ্তক অনুলোম বিলোমক্রমে পুনঃ পুনঃ যে পর্য্যন্ত স্বর সকল শুদ্ধ ও স্পষ্টরূপে কণ্ঠে প্রকাশ না পায়, তাবৎ সাধনা করা কর্ত্তব্য। তাম্বুরাকে স্বর-সাধনার আদর্শ করিলে,

* ওজন অর্থাৎ তানপুরার জুড়ি দুটী এরূপভাবে বাঁধা উচিত যে উদারার মধ্যম ও তারার পঞ্চম পর্য্যন্ত অক্লেশে কণ্ঠ হইতে নির্গত হয়। ত্রিসপ্তক পূর্ণ নিঃসারিত করিতে পারিলে উত্তম হয়। প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্যাদি না থাকিলে কণ্ঠ হইতে ত্রিসপ্তক বাহির হয় না।

প্রত্যেক ব্যক্তির কণ্ঠস্বরের ওজনমত সুর বাঁধিয়া লইতে পারা যায়; কিন্তু হার্ম্মোনিয়মকে আদর্শ করিলে যে সকল দোষ ঘটে, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। ইচ্ছা করিলে স্বরজ্ঞ ব্যক্তিগণ হার্ম্মোনিয়মের ঋষভ, অথবা ধৈবতকে যড়জ করিয়া যথাক্রমে আরোহণ করিলেই উক্ত দোষ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। সুতরাং হার্ম্মোনিয়মকে স্বর-সাধন বিষয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান না দিয়া, তাম্বুরা এবং গুরূপদেশকেই আদর্শ স্থানীয় করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

———o———

হিন্দী উচ্চারণ।

হিন্দী গানগুলি পড়িবার সময় হিন্দুস্থানী ধরণে উচ্চারণ না করিলে শ্রুতিমধুরতা নষ্ট হয়। গাহিবার সময়েও উচ্চারণহীনতায় শ্রুতিকটুতা উৎপাদিত হয়। বিশুদ্ধ সঙ্গীত শিক্ষা করিতে হইলে হিন্দী গান ভিন্ন উপায় নাই, অতএব যাঁহারা হিন্দুস্থানী সঙ্গীত শিক্ষা করিবেন, তাঁহাদের হিন্দী ভাষা শিক্ষা করা প্রয়োজন। হিন্দী ভাষা যেরূপ বর্ণবিন্যাসে লিখিত হয়, এই পুস্তক সেইরূপ বর্ণবিন্যাসে লিখিত হইয়াছে, যাঁহারা হিন্দী ভাষা জানেন না, তাঁহাদের উচ্চারণ বিশুদ্ধ হইবে না, তজ্জন্য হিন্দুস্থানী উচ্চারণ-প্রণালী সম্বন্ধে দুই এক কথা বলা আবশ্যক বোধ করি। অন্তঃস্থ বএর উচ্চারণ "ওঅ" তজ্জন্য বাঙ্গালাতে অন্তঃস্থ বএর 'ব' এইরূপ সঙ্কেত করা গিয়াছে। যথা—ধ্যাবত (ধ্যাওঅত) গাবে (গাওয়ে), থাল বা গবাল (গওয়াল), অন্তঃস্থ 'য়'এর উচ্চারণ "ইয়" ; যথা—য়হ (ইয়্হ বা ইয়েহ) ; "ঐ"এর উচ্চারণ বাঙ্গালা ভাষাতে 'ওই' হয়, কিন্তু হিন্দীতে "অ্যায়্" হইবে যথা—ঐসি (অ্যায়্সি), তৈসি (ত্যায়্সি), কৈসি (ক্যায়্সি), মৈ (ম্যায়্), হৈ (হ্যায়্), "ঔ"এর উচ্চারণ বাঙ্গালা ভাষাতে 'ওউ' হয়, কিন্তু হিন্দীতে "অও" হইবে যথা—ঔর (অওর্), গানের উচ্চারণ-সৌকর্য্যার্থ কখন কখন অন্ত্য স্বরের লোপও হইয়া থাকে ;

যথা—তনু=তন, শশী=শশ, এইরূপে য ফলারও লোপ দৃষ্ট হয়; যথা—ধন্য=ধন, মধ্য=মধ। লএর স্থানে কখন কখন 'র' ব্যবহৃত হয়, যথা—কমল=কমর, গলে=গরে, ইত্যাদি।

——):(——

স্বরবোধ সম্বন্ধে কয়েকটি সঙ্কেত নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

সঙ্কেত।	সংজ্ঞা।	অর্থ।		উদাহরণ।
।	... ... একদণ্ড ...	একমাত্রা ...	যথা	সা ঋা গা ইত্যাদি।
॥	... ... দ্বিদণ্ড ...	দ্বিমাত্রা ...	,,	সা ঋা গা ...
॥।	... ... ত্রিদণ্ড ...	ত্রিমাত্রা ...	,,	সা ঋা গা ...
৺	... ... অর্দ্ধচন্দ্র ...	অর্দ্ধমাত্রা ...	,,	সঁ ঋঁ গঁ ...
×	... ... ডমরু ...	সিকিমাত্রা ...	,,	স ঋ গ ...
৺×	... ... চন্দ্রার্দ্ধডমরু	বারআনা মাত্রা	,,	সঁ ঋঁ গঁ ...
△	... ... ত্রিকোণ ...	কোমল ...	,,	স ঋ নি ...
৳	... ... পতাকা ...	কড়ি ...	,,	ম
—	... ... নিম্নরেখা ...	আশ ...	,,	গা মা গা মা ঋা
=	... ... নিম্ন দ্বিরেখা ...	মিড় ...	,,	গা ঋা গা

┌─┐ ... ... ঊর্দ্ধ-বন্ধনী ... দুই বা ততোধিক স্বরের একমাত্রা

যথা ;—ঋস

সঙ্কেত।	সংজ্ঞা।	অর্থ।	উদাহরণ।
.	... ... বিন্দু	...ঊর্দ্ধে তারা সপ্তকস্থানীয়	,, গং মং
		নিম্নে উদরা সপ্তকস্থানীয়	সা ঋ (নীচে বিন্দু)
সঙ্গপথধনি	ক্ষুদ্রাক্ষর	...পূর্ব্ব বা পশ্চাতে অবস্থানানুসারে প্রথম বা শেষ এক স্বরের সহিত তজ্জাতীয় স্বরের সামান্য সংস্রব যথা—	মপ গম
❋	... নক্ষত্র	...প্রত্যাবর্ত্তনবোধক।	

তাল সম্বন্ধে—

+	... ... যোগচিহ্ন	... সম...	যথা ধাঁ ধা
০	... ... শূন্য ...	... ফাঁক	,, দি ত্তা
১, ২, ইত্যাদি...	অঙ্ক ...	... তাল ...	কৎ তেটে

উদারা — মুদারা

সা ঋ গা মা পা ধা নি, সা ঋ গা মা পা ধা নি,

তারা

সাঁ ঋঁ গাঁ মাঁ পাঁ ধাঁ নিঁ

—o—

স্বর-সাধন।

আরোহণ। অবরোহণ।

সা রে গা মা পা ধা নি র্সা, র্সা নি ধা পা মা গা রে সা,

নিম্নে যে কোন প্রণালীতে সর্‌গম্ লেখা থাকুক্ না কেন, তাহা উপরোক্ত লিখার মত উচ্চারিত হইবে।

১নং—আরোহণ। অবরোহণ।

স ঋ গ ম প ধ নি সং, সং নি ধ প ম গ ঋ স

২নং—আরোহণ। অবরোহণ।

স ঋ গ ম প ধ নিসং, সং নি ধ প ম গ ঋ স

৩নং—আরোহণ। অবরোহণ।

স ঋ গ ম প ধ নি সং, সং নি ধ প ম গ ঋ স

৪নং—আরোহণ।

সস ঋঋ গগ মম পপ ধধ নিনি সংসং,

অবরোহণ।

সংসং নিনি ধধ পপ মম গগ ঋঋ সস

৫নং—আরোহণ।

স স স স ঋ ঋ ঋ ঋ গ গ গ গ ম ম ম ম

প প প প ধ ধ ধ ধ নি নি নি নি র্স র্স র্স র্স

অবরোহণ।

র্স র্স র্স র্স নি নি নি নি ধ ধ ধ ধ প প প প ম ম ম ম

গ গ গ গ ঋ ঋ ঋ ঋ স স স স

৬নং—আরোহণ।

স স স ঋ ঋ ঋ গ গ গ ম ম ম প প প ধ ধ ধ

নি নি নি র্স র্স র্স

অবরোহণ।

র্স র্স র্স নি নি নি ধ ধ ধ প প প ম ম ম গ গ গ

ঋ ঋ ঋ স স স

৭নং—আরোহণ।

স ঋ গ ঋ গ ম গ ম প ম প ধ প ধ নি ধ নি সং

অবরোহণ।

সং নি ধ নি ধ প ধ প ম প ম গ ম গ ঋ গ ঋ স

৮নং—আরোহণ।

স গ ঋ ম গ প ম ধ প নি ধ সং

অবরোহণ।

সং ধ নি প ধ ম প গ ম ঋ গ স

৯নং—আরোহণ।

স ঋ গ ম ঋ গ ম প গ ম প ধ ম প ধ নি প ধ নি সং

অবরোহণ।

সং নি ধ প নি ধ প ম ধ প ম গ প ম গ ঋ ম গ ঋ স

১০নং—আরোহণ। অবরোহণ।

স ম ঋ প গ ধ ম নি প সং, সং প নি ম ধ গ প ঋ ম স

১১নং—আরোহণ।

স ঋ গ ম প ঋ গ ম প ধ গ ম প ধ নি ম প ধ নি স

অবরোহণ।

স নি ধ প ম নি ধ প ম গ ধ প ম গ ঋ প ম গ ঋ স

১২নং—আরোহণ। অবরোহণ।

স প ঋ ধ গ নি ম স, স ম নি গ ধ ঋ প স

১৩নং—আরোহণ। অবরোহণ।

স ঋ গ ম প ধ ঋ গ ম প ধ নি, গ ম প ধ নি স

অবরোহণ।

স নি ধ প ম গ নি ধ প ম গ ঋ ধ প ম গ ঋ স

১৪নং—আরোহণ। অবরোহণ।

স ধ ঋ নি গ স স ধ নি ঋ ধ স

১৫নং—আরোহণ।

স ঋ গ ঋ স ঋ গ ম ঋ গ ম গ ঋ গ ম প

গ ম প ম গ ম প ধ ম প ধ প ম প ধ নি

অবরোহণ।

প ধ নি ধ প ধ নি সং, সং নি ধ নি সং নি ধ প

নি ধ প ধ নি ধ প ম ধ প ম প ধ প ম গ

প ম গ ম প ম গ ঋ ম গ ঋ গ ম গ ঋ স

১৬নং—আরোহণ।

স ঋ গ ম গ ঋ গ ম ঋ গ ম প ম গ ম প

গ ম প ধ প ম প ধ ম প ধ নি ধ প ধ নি

অবরোহণ।

ধ ধ নি সং নি ধ নি সং, সং নি ধ প ধ নি ধ প

নি ধ প ম প ধ প ম ধ প ম গ ম প ম গ

প ম গ ঋ গ ম গ ঋ ম গ ঋ স ঋ গ ঋ স

১৭নং—আরোহণ।

স ঋ গ স ঋ গ ম ঋ গ ম ঋ গ ম প

গ ম প গ ম প ধ ম প ধ ম প ধ নি

অবরোহণ।

গ ধ নি প ধ নি সং, সং নি ধ সং নি ধ প

নি ধ প নি ধ প ম ধ প ম ধ প ম গ

প ম গ প ম গ ঋ ম গ ঋ ম গ ঋ স

১৮নং—আরোহণ।

স ঋ গ ম প গ ম প ঋ গ ম প ধ ম প ধ

গ ম প ধ নি প ধ নি ম প ধ নি সং ধ নি সং,

অবরোহণ।

সং নি ধ প ম ধ প ম নি ধ প ম গ প ম গ

ধ প ম গ ঋ ম গ ঋ প ম গ ঋ স গ ঋ স

১৯নং—আরোহণ।

সঋগমপধপমগমপধ ঋগমপধনিধপমপধনি

অবরোহণ।

গমপধনিসংনিধপধনিসং, সংনিধপমগমপধপমগ

নিধপমগঋগমপমগঋ ধপমগঋসঋগমগঋস

২০নং—আরোহণ।

স ঋ গ ম ম গ ঋ স স ঋ গ ঋ স ঋ গ ম   ঋ গ ম প প ম গ ঋ

ঋ গ ম গ ঋ গ ম প   গ ম প ধ ধ প ম গ গ ম প ম গ ম প ধ

ম প ধ নি নি ধ প ম ম প ধ প ম প ধ নি   প ধ নি সঁ সঁ নি ধ প

প ধ নি ধ প ধ নি সঁ |

অবরোহণ।

সঁ নি ধ প ধ নি ধ প প ধ নি সঁ সঁ নি ধ প নি ধ প ম প ধ প ম

ম প ধ নি নি ধ প ম   ধ প ম গ ম প ম গ গ ম প ধ ধ প ম গ

প ম গ ঋ গ ম গ ঋ ঋ গ ম প প ম গ ঋ ম গ ঋ স ঋ গ ঋ স স ঋ

গ ম ম গ ঋ স |

২১নং—আরোহণ। অবরোহণ।

স ঋ গ ম প ধ নি সঁ, সঁ নি ধ প ম গ ঋ স |

২২নং—আরোহণ। অবরোহণ।

স ঋ গ ম প ধ নি সঁ, সঁ নি ধ প ম গ ঋ স |

২৩নং—আরোহণ। অবরোহণ।

স ঋ গ ম প ধ নি সঁ, সঁ নি ধ প ম গ ঋ স

২৪নং—আরোহণ। অবরোহণ।

স ঋ গ ম প ধ নি সঁ, সঁ নি ধ প ম গ ঋ স

২৫নং—আরোহণ। অবরোহণ।

স ঋ গ ম প ধ নি সঁ, সঁ নি ধ প ম গ ঋ স

২৬নং—আরোহণ।

স ঋ গ ম প ধ নি সঁ স ঋ গ ম প ধ নি সঁ

অবরোহণ।

সঁ নি ধ প ম গ ঋ স সঁ নি ধ প ম গ ঋ স

ঠা হইতে ক্রমে দ্রুত।

২৭নং—আরোহণ। অবরোহণ।

স ঋ গ ম প ধ নি সঁ সঁ নি ধ প ম গ ঋ স

আ— আ—

ই— ই—

উ— উ—

এ— এ—

ও— ও—

ঠা হইতে ক্রমে দ্রুত।

২৮নং—আরোহণ।

স ঋ ঋ গ গ ম ম প প ধ ধ নি নি সঁ

আ— আ— আ— আ— আ— আ— আ—

ই—

উ—

এ—

ও—

অবরোহণ।

সঁ নি নি ধ ধ প প ম ম গ গ ঋ ঋ স

আ— আ— আ— আ— আ— আ— আ—

ই—

উ—

এ—

ও—

২৯নং—আরোহণ।

স গ ম ঋ ম প গ প ধ ম ধ নি প নি সঁ,

অবরোহণ।

সঁ ধ প নি প ম ধ ম গ প গ ঋ ম ঋ স

৩০নং—আরোহণ।

স ম প ঋ প ধ গ ধ নি ম নি সঁ,

অবরোহণ।

র্স প ম নি ম গ ধ গ ঋ প ঋ স

৩১নং—আরোহণ। অবরোহণ।

স প ধ ঋ ধ নি গ নি র্স, র্স ম গ নি গ ঋ ধ ঋ স

৩২নং

স নি ধ প ম ম প ধ নি স স ঋ গ ম প ধ নি র্স

র্স ঋ গ ম প প ম গ ঋ র্স র্স নি ধ প ম গ ঋ স *

ভৈরব (সম্পূর্ণ) ঋ ধ নি,
কাওয়ালী, আস্থায়ী। (১)

র্স ম গ ম ঋ গ ম | নি ধ ধ প প ম ম গ ম

গ গ ম প ধ | ধ প নি ধ ধ র্স র্স নি ধ প ম

---

* কণ্ঠসংগীতে উদারার মধ্যম এবং তারার পঞ্চম পর্য্যন্ত হইলেই গীত গাওয়া যাইতে পারে। কণ্ঠের নিম্নতা এবং উচ্চতা বিশেষে খাদ এবং চড়া করিতে পারা যায়।

গ ম গ নি | ধ ঋ ঋ স নি ধ প ধ প ম প ম গ ম |

ঋ গ ম প ম গ ঋ ||

অন্তরা।

প ম ধ নি ধ স | ঋ ঋ স স গ ঋ স ন স

ঋ ঋ স নি | ধ প ধ ধ প প ম ম প ম গ

ম গ ম নি | ধ প ম গ ম ঋ গ ম ঋ গ ম প ম |

গ ঋ স স ধ নি ধ স ঋ ঋ স | নি ধ নি ধ প

ধ প ম প ম গ ম ঋ গ | ম ধ ধ প ম গ ঋ স |

ভৈরব, কাওয়ালী। ঋ ধ নি (২)

আস্থায়ী।

স ঋ ঋ গ গ প ম প | ধ প ম প গ ঋ ঋ স

ন স ধ | প ম প ধ ধ স ঋ গ প ধ স ধ ||

প ম প গ ঋ ঋ ||

অন্তরা।

ধ ধ প গ ম প ধ ধ ন সং ঋং ন |

ধ ধ ন স গ গ ঋ স ন ধ ন স ঋ ন ধ ধ |

প ম প গ ঋ ঋ ||

ভৈরবী, (সম্পূর্ণ) ঋ গ ধ নি,
কাওয়ালী, আস্থায়ী। (৩)

ধ ধ প ধ ধ ম ম প | গ ম গ ঋ স গ ঋ স

নি স গ ম প ধ | ধ ম ধ নি স ধ নি স ঋ স নি

ধ প ম প | গ ধ ম নি ধ প ম ধ প ম গ ম

গ স | ঋ গ ম গ ঋ গ ম প ||

অন্তরা।

ধ প ধ নি ধ নি স ঋ | ঋ স গ ধ নি স গ ম প

ধ নি স | ঋ স নি স নি ঋ স স নি নি ধ ধ

প প গ | ম প ধ গ ম প ধ নি ধ গ ম গ ঋ |

স নি ধ গ ঋ গ ||

তোড়ী (সম্পূর্ণ) ঋ গ ধ নি নি ম,
কাওয়ালী, আস্থায়ী। (৪)

ধ ম ম গ গ ঋ ঋ স | গ ম গ ম ধ ম গ স ঋ |

স গ ম গ প ম ধ নি ধ ম গ | স গ স গ ঋ

ঋ স ঋ স গ ম ধ ম নি ধ ম গ প ম ধ ম

গ নি স ঋ স গ ||

অন্তরা।

০ ১ + ৩ ০ ১
প ম ধ নি ধ সং | ঋং ঋং সং গং গং গ গ ম গ প ম |

+ ৩ ০ ১
ধ প নি ধ সং নি ঋং সং গং ম গং ঋং সং |

+ ৩ ০ ১
নি সং ঋং নি স ঋ গ গং ঋ সং নি ধ |

+ ৩
ম গ স গ ম ||

বিভাষ খাড়ব, ম বিবাদি, কাওয়ালী, আস্থায়ী। (৫)

০ ১ + ৩ ০
সং নি স ঋ গ ঋ গ প | ধ প ধ সং ঋং সং সং

১ + ৩
নি ধ প ধ ধ নি | ধ ঋং সং নি ধ প গ ঋ ||

অন্তরা।

০ ১ + ৩ ০
গ গ প ধ ধ সং. ঋং | সং নি ধ নি ধ প ধ প গ

প ধ ঋ স নি | ধ প গ ঋ স স নি ধ স ঋ গ প

ধ স নি ধ প গ ঋ স ||

আলাহিয়া, (সম্পূর্ণ) (৬)

কাওয়ালী, আস্থায়ী।

স স গ গ ম ম প প | ধ ধ গ গ প

প ধ নি স স নি ধ প | ধ গ ম গ ঋ স |

অন্তরা।

ধ নি নি ধ নি নি ধ প | ম প ধ নি স ধ ধ ঋ

স স গ গ ঋ স | নি স ঋ গ ম ঋ প ম গ ঋ

স নি ধ প | ধ গ ম গ ঋ স ||

২য় অন্তরা।

গ গ ম ধ গ ম গ ঋ স | ন ন স ঋ গ স ঋ

গ ম ঋ গ ম প ম গ | ঋ গ ম প গ ম প ধ

ম প ধ ন প ধ | নি সং ন ধ প ধ ন সং সং সং ন |

ধ ন ঋ সং ন ধ প ম গ ম গ ঋ ন | সং প ম গ ঋ ||

মধুমাধ্ সরঙ্গ, নি নি ওড়ব।
গ ধ বিবাদি ।—কাওয়ালি, আস্থাই । (৭)

নি স ঋ ম ঋ ম প নি | সং নি ঋং সং নি নি প প

ম প নি প ম প | ম ঋ ঋ ম প ম ঋ স ||

অন্তরা ।

ম প প নি নি সং ঋং সং | ঋং মং ঋং সং সং নি সং ঋং

ম প নি ঋং সং মং ঋং পং | মং ঋং সং ঋং সং নি প ম

ঋ স নি স ঋং ঋং সং নি | নি প ম গ ঋ ম ঋ স ||

বৃন্দাবণি সারঙ্গ, সম্পূর্ণ। (৮)

ঝাঁপতাল, আস্থায়ী।

নি সা ঋা মা ঋা | মা মা পা মা পা নি পা মা ঋা |

পা মা ঋা সা সা নি ঋা সা নি সা | পা নি সা ঋা

ঋা ঋা মা ঋা পা পা | নি পা মা ঋা সা ‖

অন্তরা।

মা পা নি পা নি সাং ঋাং নি সাং | পা নি সাং ঋাং মাং ঋাং

মাং ঋাং সাং | সাং নি ঋাং সাং নি সাং নি পা মা পা |

নি পা মা ঋা সা ‖

গৌড় সারঙ্গ, সম্পূর্ণ, মা ম (৯)

কাওয়ালী, আস্থাই

সা নি সা গা গা ঋা মা গা | পা মা পা মা ধা মা ঋা গা

ম গ ম প | ধ নি ধ প প ম প ম ম গ প ম

ধ প নি ধ | সঁ নি ধ প নি ধ প ম ধ প ম প

ম গ ম | ঋ ম গ প ঋ ঋ স ||

অন্তরা।

প ধ প সঁ সঁ নি সঁ গঁ | ঋঁ মঁ গঁ মঁ ঋঁ সঁ নি নি

ধ প ধ ধ প ম প | ম গ ম ঋ গ ম গ প ম

প প ম প গ | ম ঋ সঁ নি ধ প ম প নি ধ নি

সঁ নি ধ প ম | প প ম গ গ ম ঋ স ||

ভিমপলশ্রী, সম্পূর্ণ, গী নি
কাওয়ালী, আস্থায়ী। (১০)

ঋ নি সঁ গঁ ম | পঁ প ম গী ঋ স গী ম প গী ম

প নি নি | প ম প ম গী ঋ স ||

অন্তরা।

০ ১ + ৩ ০ ১
গী গী ম প নি নি | সঁ গঁ ঋঁ সঁ মঁ গঁ ঋঁ সঁ গঁ

\+ ৩ ০ ১
গঁ ঋঁ সঁ | ঋঁ সঁ নি সঁ নি ধ প ম প ম গী ম প |

\+ ৩
নি নি প ম গী ঋ স ||

মূলতান, সম্পূর্ণ, ঋ গী ধ র্ম ম (১১)

কাওয়ালী, আস্থায়ী।

০ ১ + ৩ ০
প ম প নি ধ প ম প | গী ঋ স নি স গী ম প

১ + ৩
নি সঁ গী | ঋঁ সঁ নি সঁ ঋঁ সঁ নি ধ ||

অন্তরা।

০ ১ + ৩ ০
প ম গী গী [illegible] প নি সঁ গঁ পঁ মঁ গঁ ঋঁ সঁ নি

০ ১ + ৩ ০ ১ +
সঁ ঋঁ সঁ নি প ম গী নি স গী ম প নি সঁ গঁ ঋঁ সঁ পঁ

৩ ০ ১ + ৩
মঁ গঁ ঋঁ সঁ সঁ গঁ মঁ পঁ নি | সঁ সঁ ঋঁ সঁ নি ধ প ||

পূরবী, সম্পূর্ণ, ঋ ম ম (১২)
কাওয়ালী, আস্থায়ী।

প ম গ ঋ গ স গ ম | প ম ধ প ম গ ঋ গ প

ম ধ প নি | নি ধ প ম গ ম গ ঋ গ ঋ স নি |

ঋ নি ধ নি নি স স নি ঋ নি ধ প ম নি ধ |

প ম গ ম গ ঋ গ ||

অন্তরা।

ম ধ ধ স স নি ঋ | গ ঋ গ প ম গ ম গ ঋ

স নি ঋ | স নি ঋ গ গ ম ধ স ঋ নি ধ নি |

ধ প ম ধ প ম গ ম গ ঋ গ নি ধ প |

ম গ ম গ প ম ধ ||

পুরিয়া, খাড়ব, ঋ ম, প বিবাদি, কাওয়ালী, আস্থায়ী। (১৩)

স নি স ঋ গ ঋ গ ম | ধ ম গ ঋ গ গ ম ম

ধ নি সঁ নি ঋঁ ধ | সঁ নি ঋঁ নি ধ ম গ ঋ |

অন্তরা।

ম ধ গ ম ধ নি সঁ | ঋঁ নি ধ নি ঋঁ সঁ নি সঁ গঁ

ঋঁ গঁ মঁ গঁ ঋঁ সঁ | নি ঋঁ ধ নি ধ ম গ ঋ ||

মালশ্রী, ওড়ব, ম, ঋ ধ বিবাদি কাওয়ালী, আস্থায়ী। (১৪)

স নি নি স গ স স গ | প ম প ম গ স গ প

সঁ গ প | ম প নি নি প ম প নি নি সঁ সঁ নি ম

প সঁ | নি প ম ম প গ প ম প নি সঁ গঁ সঁ |

সঁ নি প ম প ম গ স ||

অন্তরা।

গ প প ম প নি প | নি স গ স গ প ম প প

ম প নি প | নি স স স গ গ প প নি নি স স

ম প | নি স গ স নি স গ গ স নি প নি নি প

ম | গ স নি প ম গ স ||

{ শ্রী, সম্পূর্ণ ঋ ধ ম
কাওয়ালী, আস্থায়ী। } (১৫)

স নি স ঋ | গ ঋ ঋ স নি স ধ নি নি স নি স

ঋ | ঋ প ম ধ ম গ প ঋ ঋ স ||

অন্তরা।

প ম ধ নি নি স ঋ | স নি স ঋ ঋ গ ঋ স নি

স ঋ ঋ স নি | ধ প ম প ধ ঋ স স নি ঋ স নি |

ধ ধ প ম প ধ ম গ ঋ স ||

কল্যাণ, সম্পূর্ণ ম (১৬)
ঝাঁপতাল, আস্থায়ী।

স নি ঋ নি ঋ | গ ঋ গ ঋ স ধ প | নি ধ স স

ঋ ঋ স গ গ | প ম ধ প গ নি ধ নি ম প |

ধ ম প ঋ গ ||

অন্তরা।

গ প ধ প স স নি ঋ স স | স নি ঋ ঋ গ গ

ঋ নি ঋ স স ধ নি ঋ নি স ধ নি ধ প |

ধ ম প ঋ গ ||

ইমন সম্পূর্ণ, ম (১৭)
কাওয়ালী, আস্থায়ী।

গ গ ঋ নি ঋ স নি ঋ | গ ঋ গ ম গ ম ম প

১ + ৩ ০
প ম ধ ধ নি ধ | ম ধ নি ধ প প ম গ গ ঋ

১ + ৩ ০
গ ম গ ম | ধ নি ধ নি ঋ নি ধ নি ম ধ প ম

১ + ৩
গ নি ধ | ম ধ নি ধ প ম গ ম ||

অন্তরা।

০ ১ + ৩ ০
গ ম ধ ম স স | নি ঋ গ গ ঋ নি ঋ, স স নি

১ + ৩ ০ ১
ঋ নি ধ ম | ধ নি নি ধ প ম প ম গ গ ঋ নি

+ ৩ ০ ১
ঋ নি | ধ স নি ঋ স গ ঋ ম গ প ম ধ প নি

+ ৩ ০ ১
ধ স | নি ঋ স গ ঋ গ গ ম ম প প ধ ধ নি নি ||

+ ৩ ০ ১
স স ঋ ঋ গ নি ঋ গ প ম গ গ ঋ

+ ৩ ০ ১
নি ঋ স স ম গ ম ধ নি ধ নি ঋ নি |

+ ৩
ধ স স নি নি ধ প ম ||

ইমন, কল্যাণ, সম্পূর্ণ র্ম ম (১৮)
ঝাঁপতাল, আস্থায়ী।

স স নি ধ র্ম ধ নি ধ প | র্ম গ প ঋ গ র্ম গ
ঋ নি ঋ | স ঋ নি ঋ গ ঋ গ র্ম গ |
র্ম প নি ধ প র্ম গ ঋ নি ঋ ‖

অন্তরা।

গ গ র্ম ধ স নি ঋ সঁ স | নি ঋ নি ঋ গ ঋ গ
র্ম গ ঋ | গ ঋ নি ঋ ধ নি স ঋ স | স নি ঋ
নি ধ র্ম ধ প র্ম | গ নি ধ প র্ম গ ঋ নি ঋ ‖

ভুপালী, ওড়ব, ম নি বিবাদি (১৯)
কাওয়ালী, আস্থায়ী।

স ঋ ঋ গ প প ঋ | গ গ ঋ স ধ স স

ঋ স গ গ ঋ গ গ | প গ প প ধ প গ ঋ গ

প ধ স স ধ প | ধ প প গ প গ ঋ গ ||

অন্তরা।

গ গ প ধ স স স ধ স ধ ঋ ঋ স স |

স ঋ স ঋ গ ঋ স স ধ স স ধ প গ ঋ |

গ প গ ধ প গ ঋ গ ||

কেদার, সম্পূর্ণ, ম ম (২০)
কাওয়ালী, আস্থায়ী।

স নি স ম গ প ম ধ | প ম প ম ম গ প

ম ম প ধ নি ম ধ | প ম প ম ম গ প প ম

ধ প স স নি ধ নি | ধ প ম ম ম গ প প

ম ধ ধ নি ম ধ প | ম প ম ম গ ম ঋ স

ম্ প প নি নি ধ ধ | র্স স র্ম নি ধ র্স নি র্স ধ

প প ম প ধ গ ম | প গ ম ঋ ||

ছায়ানট, সম্পূর্ণ, নি নি কাওয়ালী, আস্থায়ী। (২২)

স নি স ঋ গ ঋ গ ম | প ঋ গ ম ধ প গ ম

ঋ স ম গ ম ঋ | স নি স ধ নি প ঋ ঋ গ ঋ

গ ম প প | গ ম ঋ স ধ নি ধ প ঋ গ ঋ

গ | ম ধ প ম গ ম ঋ স ||

অন্তরা।

প প নি ধ নি র্স | র্স ঋ গ ম ঋ স প ঋ

গ ম প গ | ম ঋ স র্স নি র্স ধ নি প

ঋ ' গ | ম ঋ স নি স ধ নি প ' ম ধ ' নি ধ প

ঋ | ' গ ম ধ প গ ম ঋ ||

কানড়া, সম্পূর্ণ, গী ধ্বি নি নি
কাওয়ালী, আস্থায়ী। (২৩)

স ঋ নি স ঋ ঋ স ঋ | গী " ম ঋ স নি স ঋ স

নি স ' নি ধ্বি | ' নি প ' ম প নি স ঋ ' গী ' গী '

প ম | গী " গী ' ম ' প ধ্বি ' নি ম প ' ম | গী " গী

ম প ধ্বি নি গী ' ধ্বি ' নি ' ঋ স | ' ঋ ' ঋ গী ' গী '

ম ' প ' প ধ্বি ' নি | প ' ম গী ' ম ' ঋ ||

অন্তরা।

ম নি ধ্বি ' | নি স ' স ঋ ঋ স ' ম প নি স ঋ '

সং ঋং | ঋং গং গং মং ঋং সং পং মং গং গং ||

ঋং সং নি সং ঋং সং নি ধ ঋং ঋং সং সং নি ধ ||

গং গং মং প ধ নি সং ঋং ঋং গং |

মং প ধ নি সং সং নি ধ নি প |

মং প মং গং মং ঋং ||

তিলক্ কামোদ, সম্পূর্ণ, নি নি
কাওয়ালী, আস্থায়ী। (২৪)

নি স ঋ গ ম প ধ | ম গ ঋ গ ম গ ঋ গ

ঋ স নি স নি প | নি নি স ঋ প প ম গ

ঋ গ ম প ধ ম | গ ঋ গ গ ঋ ঋ স ||

অন্তরা।

ম প প নি নি সং সং ঋং | ঋং সং নি নি সং নি সং

ঋঁ গঁ মঁ পঁ ধঁ মঁ গঁ | ঋঁ গঁ মঁ গঁ ঋঁ গঁ ঋঁ সঁ

সঁ নি প | নি নি সঁ সঁ ঋঁ নি ধ প ধ ম

গ ঋ | গ ম গঁ ঋঁ গঁ মঁ গঁ ঋঁ সঁ ঋঁ নি ধ প ধ |

ম গ ঋ ঋ গ ঋ স ||

সুরট, সম্পূর্ণ, নি নি
কাওয়ালী, আস্থায়ী। (২৫)

প ধ ম প সঁ নি সঁ | ঋঁ নি ধ প ম গ ঋ ম

গ ঋ স ঋ ম প | নি ধ নি প ধ ম নি ধ প ম

গ ঋ ঋ গ স | স ঋ ঋ ম ম প ম প সঁ ঋঁ ঋঁ

গঁ গঁ ঋঁ সঁ | ঋঁ সঁ নি ধ প ম নি ধ ||

অন্তরা।

ম প নি সঁ সঁ নি নি সঁ | ঋঁ পঁ মঁ গঁ ঋঁ মঁ গঁ ঋঁ

মং ঋং ঋং সং সং ঋং সং | সং নি ধ প ম গ ঋ ঋং

সং নি সং নি ঋং নি | ধ প ধ ম প ঋং ঋং মং মং ঋং

ঋং সং স সং | ঋং সং নি ধ প নি ধ ||

আড়ানা, সম্পূর্ণ, গী ধী নি নি
কাওয়ালী, আস্থায়ী। (২৬)

ম ম প সং নি সং নি ধ | নি প ম প নি প

ম প ম গী ম | ঋ স নি স নি স ঋ ঋ গী ম

প সং সং | নি নি ধ নি প ||

অন্তরা।

প নি প নি নি সং সং | নি সং ঋং ঋং সং নি সং সং

ঋী মং ঋং সং নি সং | নি ধ নি প ||

সিন্ধু, সম্পূর্ণ, গী নি
কাওয়ালী, আস্থায়ী। (২৭)

স ঋ নি স ঋ ম প স | নি ধ প ম গী ঋ প

ম প নি ধ নি প ধ | ম প গী ঋ স ঋ গী গী ঋ ম

গী ঋ স ঋ নি স | ধ নি স ঋ গী ঋ গী ম প ম

গী ঋ ম গী প ম | ধ প নি ধ প ম গী ঋ ||

অন্তরা।

ম প ধ নি স স ঋ | স ধ নি স ঋ গী ঋ ম গী

ঋ স গী ঋ স নি ঋ | স নি ধ স নি ধ প নি ধ

প ম প ধ নি স ধ | নি প ধ ম প ম গী ঋ ||

মেঘ, খাড়ব, ধ বিবাদি।
কাওয়ালী, আস্থায়ী। (২৮)

ঋ স স ঋ ঋ প ম প | ম গ ম ঋ প ম প নি

প ম প নি প | নি সং নি প ম প সং সং নি প

নি নি প ম প | প ঋং ঋং সং সং ম প নি সং নি প

ম প নি প | ম ঋ ম গ ম ঋ স ||

অন্তরা।

ম প নি ম প নি নি সং | পং নি সং ঋং মং গং মং ঋং

সং পং মং গং মং ঋং সং | ম প নি সং ঋ ম প নি

ঋং সং নি প ম | প সং সং ঋ ম গ ম ঋ ম প ম

প নি সং নি | প ম গ ম ঋ ম ঋ স ||

{ বসন্ত খাড়ব, প বর্জ্জিত ঋী,২আ।
কাওয়ালী, আস্থায়ী। } (২৯)।

সং ম গ ঋী ম গ | ম ধ ম ধ সং নি ঋী সং

নি নি ধ ঋী নি ধ নি | ধ ম গ ম ধ নি সং সং

ম গ ' ম ধ নি | ধ ' মঁ ' ম গ ঋ ||

অন্তরা।

মং ধ মঁ ধ ধ নি নি সং | ' ঋঁ নি ধ ' মঁ ধ নি সং '

মং গ ঋ ' ঋ ' ম | গ ' ম ধ মঁ ধ নি সং ঋঁ নি ধ

নি ধ ম ' গ | ' মং গং ঋঁ মং গং ঋঁ সং ' ম ধ মঁ ধ

নি সং ঋঁ | নি ধ ' মঁ ' ম গ ঋ ||

{ মাল কৌশ, ওড়ব, ঋ প বর্জ্জিত, গী ধী নি
কাওয়ালী, আস্থায়ী। } (৩০)

ম গী ' স নি স গী ম | ধী ' নি সং নি ধী নি নি ধী

ম ম গী গী ম ধী নি | সং ' স গী ' ম ধী ধী ||

অন্তরা।

গী ম ম ধী ধী নি নি সং | সং গী গী সং ধী নি সং ' মং

গী ' গী ম ধী ধী নি | সং নি ধী ম গী গী ম ধ ||

সিন্দুড়া, সম্পূর্ণ, গ নি কাওয়ালী, আস্থায়ী। (৩১)

০ ১ + ৩ ০
স ন স ঋ ম ম প প স স ঋ স ন ধ প ম ধ প

১ + ৩
ম গ ঋ ঋ ঋ প প ম ঋ গ ঋ ||

অন্তরা।

+ ৩ ০ ১ +
ম প ন ন স স ঋ ঋ ম গ ঋ স ঋ ন ধ প স ন

৩ ০ ১ +
স ঋ স ধ ন ধ প ম ধ প ম গ ঋ ঋ ঋ প প

৩
ম ঋ গ ঋ ||

হিণ্ডোল, ওড়ব, ঋ প বর্জ্জিত ম কাওয়ালী, আস্থায়ী। (৩২)

০ ১ + ৩ ০
গ গ স গ গ ম ম ধ | নি ধ ' ম গ ' ম গ ' স গ

১ + ৩ ০ ১
' স ' নি ধ | ম ধ স ' গ ' ম ধ স ' গ স নি ধ

+ ৩
ম ধ | নি ধ ' গ. ম গ ' স |

অন্তরা।

ম ধ ম ধ নি ধ গ ম ধ সঁ গঁ সঁ গঁ |

ম গ সঁ নি ধ ম ধ ধ নি সঁ গ ম ধ |

নি ধ গ ম গ সঁ ‖

পরজ, সম্পূর্ণ, ম ঋ ধ
কাওয়ালী, আস্থায়ী। (৩৩)

ধ ধ ম ধ ধ নি নি সঁ | ঋ সঁ নি ধ প ম ধ

ম গ ম গ ঋ | সঁ নি সঁ গ গ ম ধ নি সঁ ঋ

সঁ ম ধ | নি সঁ ঋ নি ধ নি ধ সঁ সঁ গ ঋ |

সঁ সঁ ঋ নি ধ প ‖

অন্তরা।

স ম ধ নি সঁ ঋ ঋ | সঁ নি সঁ গঁ মঁ মঁ গঁ ঋ

সঁ নি সঁ ঋঁ | সঁ নি ঋঁ নি ধঁ প মঁ ধঁ মঁ গ

মঁ | গঁ ঋঁ গঁ ঋঁ সঁ মঁ ধঁ নি সঁ |

নি ঋঁ নি ধঁ প ‖

বেহাগ, কাওয়ালী। (৩৪)

আস্থায়ী।

ন স স গ ম প ন ন | সঁ সঁ ন প ম প গ ম প

ম গ ঋ স | ন স ন প ন ধ স ন স স গ ম

প গ ম গ | গ প ম গ ঋ স ‖

অন্তরা।

গ ম প ন ন সঁ সঁ সঁ ন সঁ গঁ গঁ ঋঁ সঁ ন ন |

প ন ধ সঁ ন প প ম প গ ম গ গ ম প ন |

প ম প ম গ ঋ স ‖

(১)

(মধ্যগতি) ভৈরব, চৌতাল, সম্পূর্ণ, (ঋ ধ নি ন)

আস্থায়ী।

০ ৩ ৪ | + ০ ২ ০
স স নি ধ স স স | গ ঋ স স ন স স ঋ ঋ
প্র থ ম থ র জ সা ধো, ও র ষ ভ

৩ ৪ | + ০ ২ ০ ৩ ৪
ঋ গ গ গ | ম ম ম প প প ধ ধ ধ নি নি নি |
ব গা ন্ধা র, ম ধ্য ম প ঞ্চ ম, ধৈ ব ত নি ষা দ,

+ ০ ২ ০ ৩ ৪ | + ০ ২
স স স ন স স ঋ ন স নি ধ প | নি ধ প ধ প
হ র স শু তি ন গ্রা ম, শু দ্ধ অ প

০ ৩ ৪ | + ০ ২ ০ ৩
ম প ম গ ম ম ম গ | ঋ ম গ প ম ম গ ম গ ঋ
র প্র মা ণ য় হ স ব, আ প ন

৪ | + ০ ২ ০ ৩
স ন স স | স স নি ধ প প ধ ম প ম গ
ম ন মে য ত স ম ঝা বৈ,

০ ৩ ৪ | + ০ ২ ০

স স ঋ গ ম ম গ ম ম | ম গ ম ম ন ধ ধ ধ

র, কা হে কো অ ত রী স না ং ক ষ ম ও ক

৩ ৪ | + ০ ২ ০ ৩ ৪

প প ম গ | ঋ গ ম প ম ম ম গ ঋ স স স |

র ত হো; স ব গু ণি জ ন য়্‌ ং বি দ্যা,

+ ০ ২ ০ ৩ ৪

স স ম গ ম প প ন ধ ধ প ম প ম গ |

অ ট প ট ম হা যো র অ তি

+ ০ ২ ০ ৩ ৪ | + ০

ম ম ন ধ স স স ন স ন ধ প | ন ধ ধ

বি ক ট হো ত, না দ ঈ শ্ব র

২ ০ ৩ ৪ | + ০ ২

প ধ প ম প ম গ ম ম ম | গ ম ন ধ প

রু পী অ মৃ ত র স, গি ত্‌ না যা কো

০ ৩ ৪ | + ০ ২

ধ ম প গ ম ম গ | ঋ গ ম ম গ প ম

মি লে তি ত্‌ লো ই

০ ৩ ৪

ম গ ম ঋ স স |

পী জি য়ে

আভোগ।

+ ০ ২ ০ ৩ ৪ | + ০ ২

র্প র্ম র্নি র্ধি র্স র্স র্স র্স ন র্স র্স র্স | র্স র্ঋ র্গ র্ম র্গ

তা ন সে ন তু ম কো নি ত সু ম স্ব

০ ৩ ৪ | + ০ ২ ০ ৩

র্ঋ র্স র্স ন র্স র্নি র্ধি র্প | র্নি র্ধি র্প র্প র্ধি র্প র্ম র্ম র্প

ত, সু র ন র মূ নি গু ণি গ

৪ | + ০ ২

র্ম র্গ র্ঋ | র্ম র্গ র্ম র্গ র্ঋ র্স ||

ন্ধ র্ব প ন্তি ত।

(৩)

(মধ্যগতি) ভৈরব, ধামার।

আস্থায়ী।

০ ৩ | + ০ ২ ০ ৩

প ম গ ম গ ম নি ধি | *নি ধি প প প ম প ম গ |

অ ব দে খো ধু ম ম চি হে,

+ ০ ২ ০ ৩ | + ০

ম গ ম গ ম গ ম গ ঋ গ ম প | ম গ ঋ স

খে ল ন জা ন ত হো রি

২ ০ ৩

স স গ ঋ স ন স নি ধি ||

ব্র জ মে। (দে খো)*